বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

৩৯ বছর
১৯৮৪-২০২৩
উন্নয়ন ও সেবায়

গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)

গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)
কানিজ মহল, ১০২ ডি.বি রোড, সেহড়া মুন্সিবাড়ী, ময়মনসিংহ।

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ,
গ্রামাউস, ময়মনসিংহ।

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোঃ আব্দুল খালেক,
নির্বাহী পরিচালক

জনাব মোঃ ফজলুর রহমান
পরিচালক

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ- পরিচালক (অর্থ, নিরীক্ষা ও প্রশাসন)

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
উপ পরিচালক (কার্যক্রম)

আশরাফুন নাহার
প্রধান শিক্ষিক, গ্রামাউস মডেল একাডেমি

সূচিপত্র

০১। সভাপতির বাণী	০১
০২। নির্বাহী পরিচালকের বাণী	০২
০৩। গ্রামাউস এর সাংগঠনিক কাঠামো	০৩
০৪। সাধারণ পরিষদ	০৪
০৫। কার্যকরী পরিষদ	০৫
০৬। গ্রামাউস এর অর্গানুগ্রাম	০৬
০৭। এক নজরে গ্রামাউস	০৭
০৮। ভূমিকা, নিবন্ধন,উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	০৮
০৯। লক্ষ্য, আদর্শগত মূল্যবোধ, সংস্থার উদ্দেশ্যসমূহ	০৯
১০। অগ্রযাত্রায় ৩৯ বছর, সংস্থার মানব সম্পদ	১০
১১। নিয়মিত এবং অনিয়মিত কর্মী	১১
১২। সংস্থার বর্তমান উপকারভোগী	১২
১৩। বর্তমান কর্মএলাকা	১৩
১৪। শাখা অফিস সমূহ	১৪
১৫। প্রকল্প অফিস সমূহ	১৫
১৬। গ্রামাউস এর চলমান কর্মসূচি সমূহ	১৬-১৭
১৭। গ্রামীন ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ)	১৮
১৮। ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ (অগ্রসর)	১৯
১৯। কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ (সুফলন)	২০
২০। অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ)	২১
২১। গৃহঋণ কার্যক্রম	২২
২২। চলমান প্রকল্পসমূহ	২৩
২৩। সমৃদ্ধি প্রকল্প	২৪
২৪। সমৃদ্ধি আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম	২৫
২৫। সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম	২৬
২৬। সমৃদ্ধি শিক্ষা , সমৃদ্ধি বাড়ি	২৭
২৭। ভামী কম্পোষ্ট,উদ্যোমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম	২৮
২৮। সমৃদ্ধি প্রশিক্ষন,প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কার্যক্রম	২৯
২৯। BD Rural WASH for HCD (PKSF)	30
৩০। জরুরী চিকিৎসা, সাহায্য ও ত্রান পূনর্বাসন প্রকল্প	৩১
৩১। গ্রামাউস শিক্ষা কার্যক্রম	৩২
৩২। গ্রামাউস মডেল একাডেমী	৩৩
৩৩। গ্রামাউস শিশু কানন	৩৪
৩৪।আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগাম	৩৫
৩৫। গ্রামাউস শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচি	৩৬
৩৬। নিরাপদ মৎস পন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প	৩৮
৩৭। গ্রামাউস সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ (গিডি)	৩৯
৩৮। সামাজিক বনায়ন ও নার্সারী	৪০
৩৯। প্রাইস প্রকল্প	৪২
৪০। গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার	৪৩
৪১। আদিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প	৪৪
৪২। কেস ষ্টাডি	৪৫-৫০

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ঢাকা, টাঙ্গাইল ও কুমিল্লা জেলায় কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে গ্রামীন মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) এখন একটা অতি পরিচিত নাম। গ্রামাউস তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনগণের দরিদ্র্যতা, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তি এবং সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও নারীদের অধিকার আদায়ে বহুমুখী উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের মধ্যে সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং নানাবিধ আয়বর্ধক কর্মসূচিতে অর্ন্তভূক্ত করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতার অবসানের লক্ষ্যে গ্রামাউস কাজ করে যাচ্ছে ।

সংস্থাটি দীর্ঘ দিনের কর্মপরিক্রমায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। পিকেএসএফ, ব্র্যাক, এডিবি সহ বিভিন্ন দেশি বিদেশি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে গ্রামাউসের প্রতিটি কর্মী অত্যান্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্নের শুরু থেকেই গ্রামাউস বিভিন্ন কর্মমুখি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কতিপয় বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মহীন হাতগুলোকে দক্ষকর্মীর হাতে পরিণত করে চলেছে। আজকে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত এজন্য যে, "গ্রামাউস" উত্তরোত্তর সফলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আশা করি এ ধারা অব্যাহত থাকবে। আগামী দিনে গ্রামাউসের কর্মপরিধি আরও বিস্তার লাভ করবে এবং সমগ্র দেশে ক্রমাগত সফলতার দ্বার খুলে এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

প্রতিবারের মতো এবারেও এই বার্ষিক প্রতিবদনে গ্রামাউস তাদের চলতি বছরের সফলতা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। অমি তাদের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই এবং সেই সাথে সংস্থার উপকারভোগী, অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী, নিষ্ঠাবান কর্মীবাহিনী, সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সম্মানিত সদস্য, স্থানীয় সুধীজন, প্রশাসন ও বিভিন্ন দাতা সংস্থা যাদের আন্তরিক সহযোগিতা, দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও সমর্থন গ্রামাউসকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, তাদের প্রতি রইল আন্তরিক অভিন্দন ও শুভেচ্ছা। সর্বোপরি এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে যারা ঐকান্তিক শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এদেশের প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত 'গ্রামাউস' তার পথ পরিক্রমায় অতিক্রম করেছে সুদীর্ঘ ৩৯ বছর। জনমানুষের মাঝে জীবন বোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, মানবিক সেবা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিরন্তর নিরলস কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি। 'চরপাড়া তরুণ সংঘ' থেকে আজকের 'গ্রামাউস' এর এই দীর্ঘ পথ চলায় নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে গ্রামাউসের উপকারভোগী গণ। পাশে থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন স্থানীয় প্রশাসন গুণীজন এবং শুভানুধ্যায়ী জনগণ।

বছর পরিক্রমায় প্রতিবারই সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'রূপকল্প- ৪১' এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে 'গ্রামাউস'। ক্রমপ্রসারমান প্রতিষ্ঠানটি উপকারভোগীদের যুগোপযোগী চাহিদার নিরিখে নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ ও সেবা প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে। সুদীর্ঘ পথ চলায় অর্জিত সাফল্য, ব্যর্থতা আর অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনা করে আগামী দিনগুলোতে আরো নিবেদিত হয়ে দেশ ও জনকল্যাণে কাজ করতে 'গ্রামাউস' প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাম্প্রতিক করোনা মহামারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি স্তব্ধ। বাংলাদেশ তথা এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর এর বিরূপ প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই বিরাজমান। এই নাজুক পরিস্থিতিতে দৃঢ় মনোবল নিয়ে জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়েছে 'গ্রামাউস'।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে চাহিদা ভিত্তিক কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করে বিগত বছরের ন্যায় এই অর্থবছরেরও 'গ্রামাউস' তার সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। বার্ষিক প্রতিবেদন একটা প্রতিষ্ঠানের দর্পণস্বরূপ। অতিক্রান্ত বছরের গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প গুলোর কার্যক্রম বিষয়ক সামগ্রিক তথ্য সকলের সামনে তুলে ধরা হয় বার্ষিক প্রতিবেদনে। সাফল্য ও ব্যর্থতার সহাবস্থানকে মেনে নিয়েই 'গ্রামাউস' ২০২২-২৩ অর্থবছরের সার্বিক চিত্র নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। জনমানুষের কল্যানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে আগামী দিনগুলোতেও 'গ্রামাউস' তাদের কর্ম প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে এগিয়ে যাবে- এ প্রত্যাশা রাখছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধা প্রয়োগ করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

গ্রামাউস এর সাংগঠনিক কাঠামো

গ্রামাউস সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। গ্রামাউস এর কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য দুই ধরনের কাঠামো বিদ্যমান ঃ-

০১। সাধারণ পরিষদ — ২৫ সদস্য বিশিষ্ট
০২। কার্যকরী পরিষদ — ০৭ সদস্য বিশিষ্ট

সাধারণ পরিষদ

গ্রামাউস-এর সাধারণ পরিষদ সংস্থার সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারনী পরিষদ। সাধারণ পরিষদ সংস্থার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ন, বার্ষিক বাজেট প্রনয়ন ও অনুমোদন, ত্রি-বার্ষিক সভার মাধ্যমে কার্যকরী কমিটি গঠনসহ গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সেই সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী গঠনতন্ত্রে বিভিন্ন সংশোধন সংযোজন করে গঠনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করার দায়িত্ব সাধারণ পরিষদের উপর ন্যাস্ত আছে। গ্রামাউস-এর নীতিমালা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

অনুমোদিত গঠনতন্ত্রমতে সাধারণ পরিষদই সংস্থার সর্বোচ্চ কাঠামো। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সমাজের প্রগতিশীল ২৫ জন সদস্য নিয়ে গ্রামাউস এর সাধারণ পরিষদ গঠিত। বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পণা, বাজেট প্রণয়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট রিপোর্ট এ পরিষদের সাধারণ সভায় গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর সাধারণ পরিষদের সদস্যগণই কার্যকরী পরিষদ গঠন করে থাকেন।

গ্রামাউস এর সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ

কার্যকরী পরিষদ

গ্রামাউস-এর সাধারণ পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সভার মাধ্যমে গঠিত কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব হলো গ্রামাউস এর লক্ষ্য অর্জনে দিকনির্দেশনা প্রদান ও কর্মপরিধি নির্ধারণ, প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ ও অনুমোদন, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী দাতা সংস্থা থেকে অনুদান ও ঋণ গ্রহণের অনুমোদন সহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন। গ্রামাউস এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৭ (সাত)। পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সহ ৬ জন সাধারণ পরিষদের সদস্যদের কর্তৃক মনোনিত/নির্বাচিত হয়ে থাকেন। পদাধিকারবলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক গ্রামাউস-এর কার্যকরী পরিষদ এর সদস্য সচিব এবং সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে কার্যকরী কমিটি কর্তৃক গ্রহিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন।

গ্রামাউস এর কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ

গ্রামাউস এর অর্গানোগ্রাম

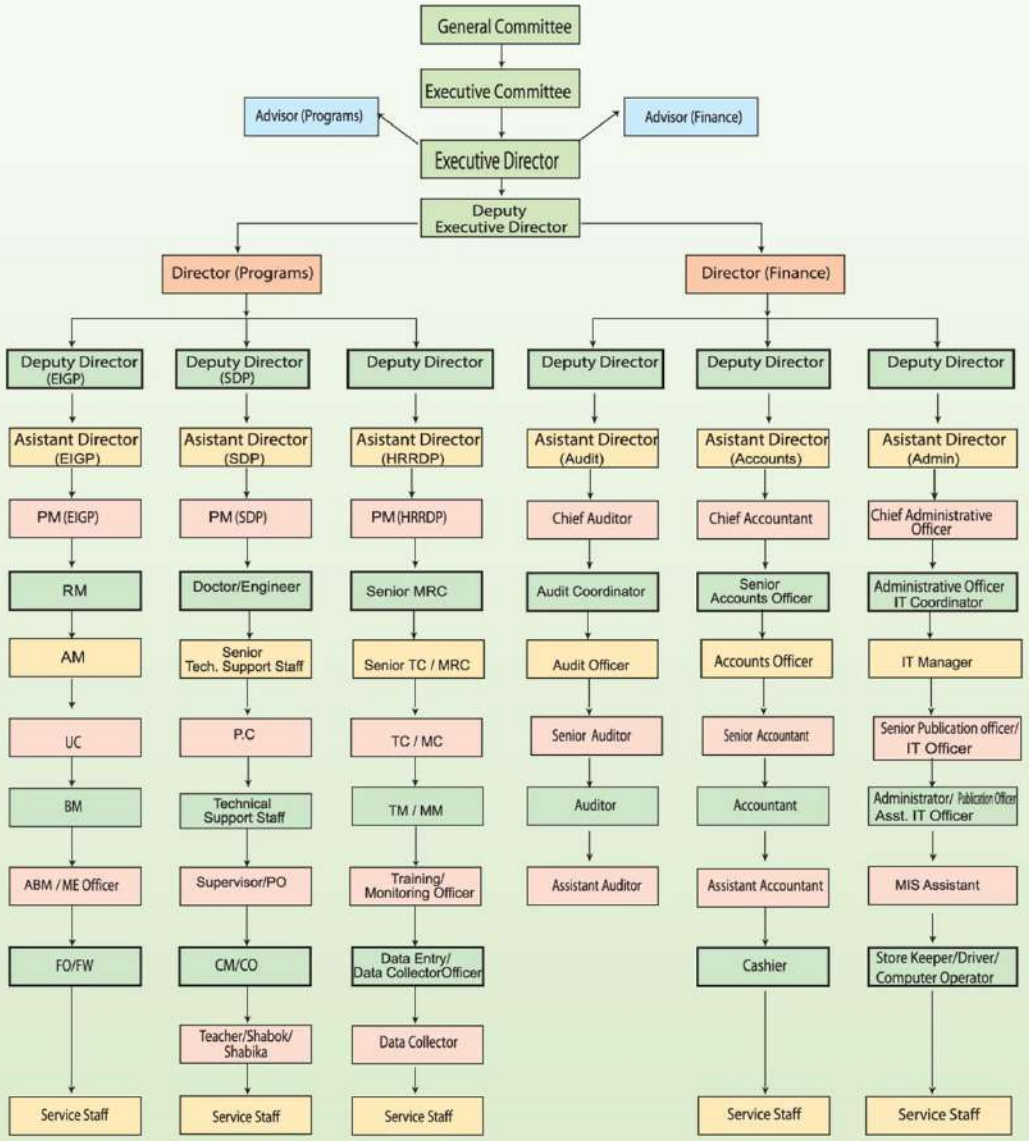

EIGP - Employement and Income Generation Program
SDP - Social Development Program
HRRDP- Human Rights and Resource Development Program
PM- Program Manager,
RM- Regional Manager
TC - Training Coordinator
MRC - Monitoring and Research Coordinator
PC- Project Coordinator
PO- Project Officer
ZC - Zonal Coordinator
UC - Upazilla Coordinator
MC - Monitoring Coordinator
BM - Branch Manager
ABM - Assistant Branch Manager
TM - Training Manager
FO- Field Officer
FW - Field Worker
CM- Community Manager
MIS - Member Information System
CO- Community Organizer

এক নজরে গ্রামাউস

ভূমিকা ঃ

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) তেমনি একটা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে পিছিয়ে পড়া এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত-করণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবিক চাহিদার পূরণে সমাজ ও অর্থনীতি উন্নয়নে ভূমিকা রেখে আসছে গ্রামাউস শিশু অধিকার রক্ষা, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মূলধন গঠন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা, বিভিন্ন দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৯৮৪ সালে ফুলপুর উপজেলার চরপাড়া গ্রামের কয়েকজন উদ্যোমী তরুণ মানবহিতৈষী দর্শন ও স্বেচ্ছাসেব-ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে **"চরপাড়া তরুণ সংঘ"** নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলে, যা আজ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানবতার কল্যাণে নিবেদিত কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় " গ্রামীন মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) " নামক সংগঠনের স্বীকৃতি পায়।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিশেষত প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গ্রামাউস অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখে চলছে। গ্রামাউস এর বিভিন্ন জীবনমূখী কার্যক্রম যেমন - ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অতিদরিদ্রদেরকে সম্পদ তৈরিতে সহায়তা, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজে অধিকার বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমানে গ্রামাউস ৪৫৪ জন দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে ময়মনসিংহ, গাজীপুর, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল এবং কুমিল্লা জেলার ১২২৬৪৫ জন সুবিধাভোগী মানুষের জীবন সংগ্রামে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। গ্রামাউস তার বাস্তবধর্মী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এমন এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে যা উন্নয়ন কর্মসূচিকে সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করেছে এবং একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান ও সেবাগ্রহীতাদের স্বাবলম্বনের পথে এগিয়ে দিয়েছে।

নিবন্ধন

নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থা	তারিখ	নিবন্ধন নং
সমাজ সেবা অধিদপ্তর	৩১/১২/১৯৮৫ খ্রিঃ	ম- ০৪৭৮
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	২৯/১২/১৯৯৩ খ্রিঃ	এফডিআর - ৭৯০
মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	২৫/০৩/২০০৮ খ্রিঃ	০২৮৩০-০৩২৭৩-০০২০১

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা

লক্ষ্য

দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করে সচেতনতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন, সমাজে দরিদ্র ও নারীর ক্ষমতায়ন ও সুশাসনের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

আদর্শগত মূল্যবোধ

- সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
- পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, ঐক্য, শৃংখলা ও সহযোগিতা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদারিত্ব, আত্মবিশ্লেষণ ও
- গঠনমূলক সমালোচনা
- বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ ও দান

সংস্থার উদ্দেশ্য সমূহ

- সমাজের পশ্চাৎপদ মানুষদেরকে সংগঠিত করে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
- দলীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে অধিকারবিহীন, বঞ্চিত ও সম্পদহীন জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদের সংহতিকে শক্তিশালী করা।
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ এবং সামাজিক শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সহায়তা প্রদান।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবা ও সম্পদে অভিজ্ঞতা নিশ্চিতকরণে বাস্তবভিত্তিক উন্নয়নমূলক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চেতনার মান উন্নীত করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের চেতনার মান উন্নয়ন, দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি, গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গুণগত পরিবর্তন সাধন করা।
- নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য নিরসনকল্পে নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধিদের অধিকার অর্জন, পূনর্বাসন ও আইনী সহায়তা প্রদান করা।
- কৃষি, মৎস্যচাষ ও গোবাদী পশুপালন কর্মসূচির মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন সাধন করা।
- উপকারভোগীদের পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, পুষ্টি জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন করা। নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক, কিশোর-কিশোরী ও শিশু শিক্ষা (আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক) কর্মসূচি পরিচালনা করা।
- স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করা।
- দলীয় ও ক্ষুদ্র ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের আত্মকর্মসংস্থানে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।
- পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ফলপ্রসূ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

কল্যাণ ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় গ্রামাউস এর ৩৯ বছর

০৮-০১-১৯৮৪	গ্রামাউস এর প্রতিষ্ঠা
৩১-১২-১৯৮৫	রেজিস্ট্রেশন - সমাজ সেবা
০১-০১-১৯৮৭	সহযোগী সংস্থা হিসাবে প্রকল্প গ্রহণ
২৯-১২-১৯৯৩	এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন
০১-০১-১৯৯৪	বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ
৩০-০৬-১৯৯৫	সহযোগী সংস্থা হিসাবে পিকেএসএফ এর স্বীকৃতি
২৫-৩-২০০৮	এম.আর.এ এর সনদ প্রাপ্তি
০১-০১-২০১০	প্রধান কার্যালয় ময়মনসিংহে স্থানান্তর
০৪-০৩-২০১৩	সমাজ সেবা অধিদপ্তর হতে সমগ্র বাংলাদেশ কাজ করার অনুমোদন লাভ

সংস্থার মানব সম্পদ

প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মানব সম্পদ এবং এই মানব সম্পদই প্রতিষ্ঠানের মেধা, প্রজ্ঞা, সৃজনশীলতা, উদ্যম ইত্যাদির যোগান দেয়। গ্রামাউস এর বিভিন্ন কার্যক্রম ভিত্তিক দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত কর্মীবৃন্দ গ্রামাউস এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গ্রামাউস এর স্টাফ বিধিমালা অনুযায়ী কর্মী নিয়োগের পাশাপাশি জেন্ডার সমতা বিধান করে কর্মী নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। গ্রামাউস এর মূল ধারার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত কর্মীর পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে চুক্তিভিত্তিক প্রকল্প কর্মী।

মোট স্টাফ ঃ ৪৫৪ জন

পুরুষ ঃ ২০৪ জন
মহিলা ঃ ২৫০ জন

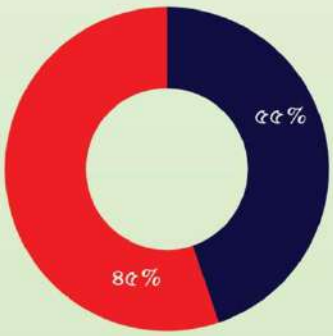

■ পুরুষ (৪৫%) ■ মহিলা (৫৫%)

জেণ্ডার ব্যালেন্স

নিয়মিত স্টাফ ঃ ২০৯ জন
অনিয়মিত স্টাফ ঃ ২৪৫ জন

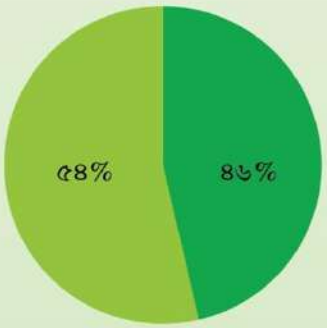

■ নিয়মিত ■ অনিয়মিত

নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মী

এক নজরে সংস্থায় কর্মরত নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মীর বিবরণ

নিয়মিত কর্মী

ক্রমিক নং	পদের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট কর্মী
০১	নির্বাহী পরিচালক	০১	০০	০১
০২	পরিচালক	০১	০০	০১
০৩	উপ-পরিচালক	০২	০০	০২
০৪	সহকারী পরিচালক	০১	০০	০১
০৫	প্রধান শিক্ষক	০০	০১	০১
০৬	প্রোগ্রাম ম্যানেজার	০১	০০	০১
০৭	এরিয়া ম্যানেজার	০৩	০০	০৩
০৮	সিনিয়র শাখা ব্যবঃ	০৭	০০	০৭
০৯	সিনিয়র হিসাবরক্ষক	০২	০০	০২
১০	সিনিয়র পাবলিকেশন অফিঃ	০১	০০	০১
১২	নিরিক্ষক	০২	০০	০২
১৩	শাখা ব্যবস্থাপক	১৬	০০	১৬
১৪	ট্রেনিং ম্যানেজার	০১	০৫	০৬
১৫	সহঃ শাখা ব্যবস্থাপক	০১	০০	০১
১৬	সহকারী হিসাবরক্ষক	১৪	০০	১৪
১৭	এম.আই.এস সহকারী	০০	০১	০১
১৮	ফিল্ড অফিসার (সিনিয়র)	৩০	০৬	৩৬
১৯	ফিল্ড অফিসার (জুনিয়র)	৭৫	০৭	৮২
২০	ড্রাইভার	০২	০০	০২
২১	সাপোর্ট স্টাফ	২৩	০৬	২৯
	মোট	**১৮৪**	**২৬**	**২০৯**

অনিয়মিত কর্মী

ক্রমিক নং	পদের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট কর্মী
০১	প্রকল্প সমন্বয়কারী	০৫	০০	০৫
০২	প্রোগামা অর্গানাইজার	০৪	০৭	১১
০৩	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	০২	০০	০২
০৩	শিক্ষক (আনুষ্ঠানিক)	০৯	১২	২১
০৪	শিক্ষক (উপ-আনুষ্ঠানিক)	০০	১৯২	১৯৩
০৫	স্বাস্থ্য পরিদর্শক	০০	১৩	১৩
	মোট	**২০**	**২২৪**	**২৪৫**
	সর্বমোট	**২০৪**	**২৫০**	**৪৫৪**

সংস্থার বর্তমান উপকারেভোগী

সাধারণত, উপকারভোগী বলতে এমন একজনকে বুঝায় যিনি সংস্থার নিকট থেকে সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন। সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সংস্থার নিয়মকানুন বিবেচনায় রেখে উপকারভোগী হিসেবে যোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়। গ্রামাউস এর উপকারভোগী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, আর্থ-সামাজিক ভাবে অনগ্রসর বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নারী, পুরুষ ও শিশু কিশোররাই লক্ষ্যভুক্ত হয়ে থাকে। বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা, হতদরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিকচাষী, ক্ষুদ্রকৃষক, আদিবাসী, চরাঞ্চলবাসী, প্রতিবন্ধী এবং শিশু ও কিশোর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রামাউস এর বর্তমান উপকারভোগী

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ঃ ১২২৬৪৫ জন

গ্রামাউস এর উপকারভোগীদের ভুমিস্বত্বের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ৪ টি ভাগে বিভাজন করা হয়েছে ঃ

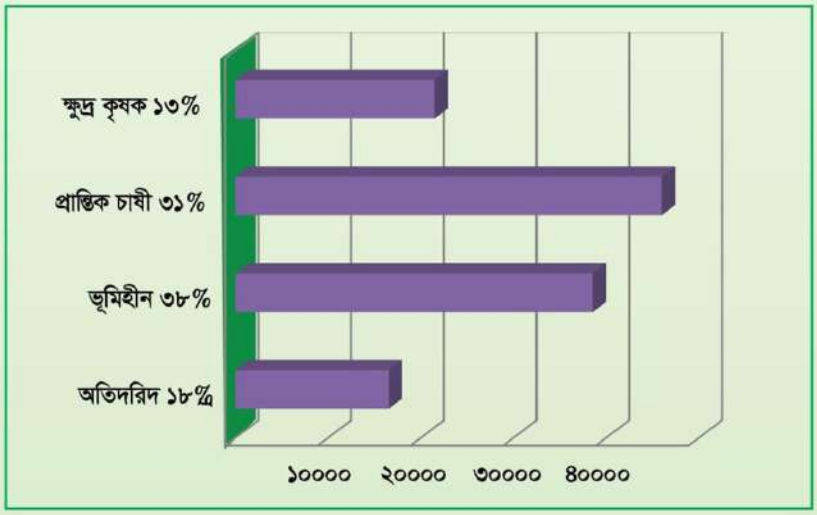

ভুমিস্বত্বের ভিত্তিতে উপকারভোগীর বিভাজন

অতিদরিদ্র - বসতবাড়ী ব্যাতীত অন্যকোন জমি নেই এমন দিনমজুর, ভিক্ষুক, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, চরাঞ্চলবাসী এবং আদিবাসী।

ভূমিহীন - সর্বোচ্চ জমি ৫ শতাংশ বা সমমূল্যের সম্পদের মালিক।

প্রান্তিক চাষী - ৫ শতাংশের উর্ধ্বে কিন্তু ১.৫০ একর এর নিচে জমি বা সম মূল্যের সম্পদের মালিক।

ক্ষুদ্র কৃষক - ১.৫০ একর থেকে সর্বোচ্চ ২.৫০ একর পর্যন্ত জমি বা সমমূল্যের সম্পদের মালিক ।

সংস্থার বর্তমান কর্মএলাকা

গ্রামাউস শুরুতে ১৯৮৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাধীন চরপাড়া গ্রাম থেকে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ফুলপুর উপজেলার ৩টি ইউনিয়নের ৮টি গ্রামে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ফুলপুর এবং হালুয়াঘাট উপজেলার ০৮টি ইউনিয়নের ৯০টি গ্রামে এবং ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ফুলপুর ও হালুয়াঘাট উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের ১২৩টি গ্রামে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।

পরবর্তীতে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২ সাল ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর, হালুয়াঘাট, ভালুকা ও ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ১৮৫টি গ্রামে, নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা ও নেত্রকোণা সদর উপজেলার ০৪টি ইউনিয়নের ৩৯টি গ্রামে এবং শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলার ০১টি ইউনিয়নের ১৫টি গ্রামে সর্বমোট ০৩টি জেলার ০৭টি উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের ২৩৯টি গ্রামে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।

২০০৩ সাল থেকে ২০০৭ ইং পর্যন্ত ময়মনসিংহ, শেরপুর ও নেত্রকোণা জেলার ১০ টি উপজেলায় ৮৫টি ইউনিয়নের ১১৫৩টি গ্রামে সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত উল্লিখিত কর্মএলাকার সাথে সাথে টাঙ্গাইল, গাজিপুর, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলা এবং ময়মনসিংহ পৌরসভা এবং শেরপুর পৌরসভায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। যার ফলে বর্তমানে ৩টি জেলার ১০ টি উপজেলা ও ৩টি পৌরসভার মধ্যে ৯১টি ইউনিয়নের ১১৭৯ টি গ্রামে গ্রামাউস কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৫ সালে গ্রামাউস এর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হয়ে গাজীপুর জেলার ৩ টি উপজেলায় বিস্তৃতি লাভ করে এবং ২০১৯ সালে গ্রামাউস শিশু কানন এর আওতায় মোট ৮ টি উপজেলায় কার্যক্রম বিস্তৃত করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীনে আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর ও মেঘনা উপজেলায় এবং ২০২২ সালে গ্রামাউস এর কার্যক্রমকে ময়মনসিংহ জেলার আরো ২ টি উপজেলা ত্রিশাল এবং মুক্তাগাছা উপজেলায় বিস্তৃত করা হয়েছে।

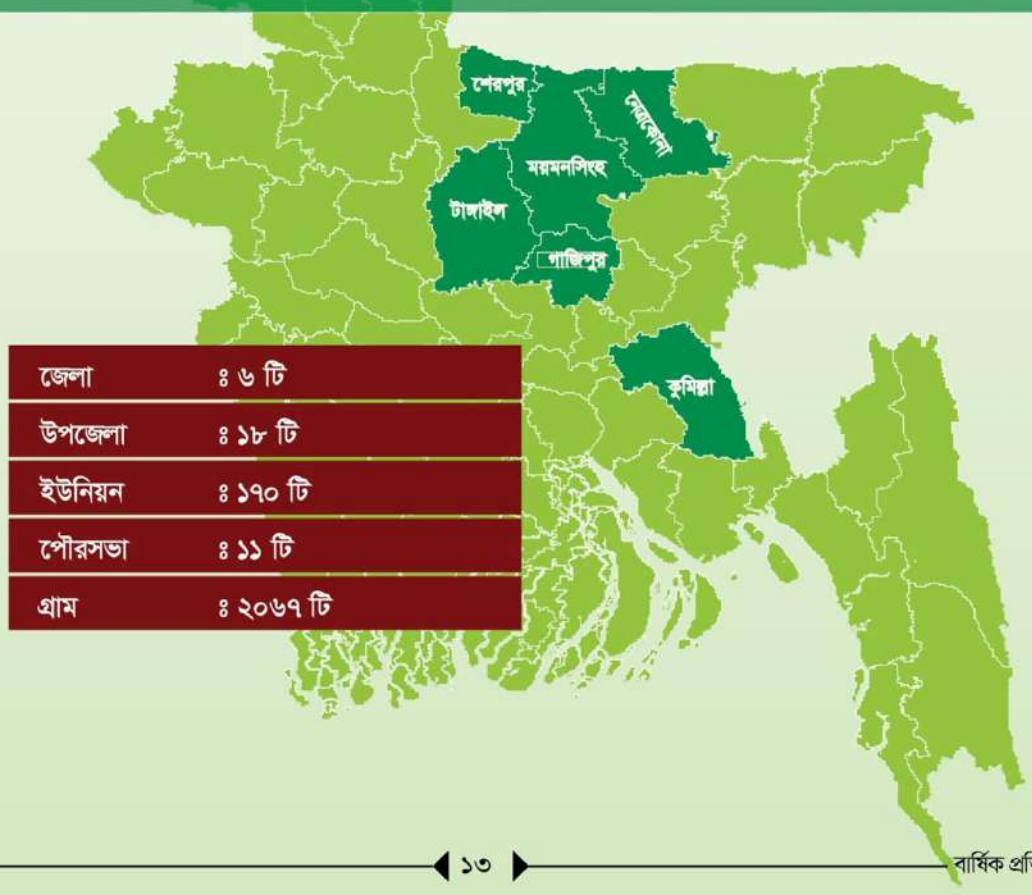

জেলা	ঃ ৬ টি
উপজেলা	ঃ ১৮ টি
ইউনিয়ন	ঃ ১৭০ টি
পৌরসভা	ঃ ১১ টি
গ্রাম	ঃ ২০৬৭ টি

সংস্থার শাখা এবং প্রকল্প অফিস সমূহ

গ্রামাউস প্রধান কার্যালয়
কানিজ মহল, ১০২ ডিবি রোড, সেহড়া মুন্সিবাড়ী, ময়মনসিংহ।
মোবাইল নং - ০১৭৭৮-০৫৫৫৩৫

ফুলপুর শাখা
জি.এম একাডেমি রোড, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬০১

বওলা শাখা
বওলা বাজার, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১০৭০১-৬৬১৬০৪

ফুলবাড়িয়া শাখা
পল্লী বিদ্যুৎ রোড, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১০৭০১-৬৬১৬০৬

ধোবাউড়া শাখা
পঞ্চনন্দুপুর , ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১০৭০১-৬৬১৬০৮

ভাইটকান্দি শাখা
ভাইটকান্দি বাজার, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬১১

সদর শাখা-০২
বা.কৃ.বি শেষ মোড, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬০৩

ত্রিশাল শাখা
দরিরামপুর, ত্রিশাল ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭৬৫-০০১১৫৮

ভরাডোবা শাখা
নিশিন্দা, ভালুকা ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৯৩৫-০৭৪১১২

মুক্তাগাছা শাখা,
ঈশ্বরগ্রাম, মুক্তাগাছা, ময়মনিসংহ।
মোবাইল নং - ০১৭৬৫-০০১১৫৯

শ্রীপুর শাখা
টেংরা বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬১৭

সালনা শাখা
সালনা বাজার, গাজীপুর
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬১৯

হালুয়াঘাট শাখা
ধোবাউড়া রোড, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১০৭০১-৬৬১৬০২

ধারা শাখা
ধারা বাজার, হালুয়াঘাট ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১০৭০১-৬৬১৬০৫

তারাকান্দা শাখা
মধুপুর, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১০৭০১-৬৬১৬০৭

শম্ভুগঞ্জ শাখা
চরনিলক্ষিয়া বাজার, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১০৭০১-৬৬১৬০৯

সদর শাখা
কানিজ মহল, ১০২ ডি.বি রোড, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬১২

সমৃদ্ধি শাখা
নগুয়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬১৩

বালিপাড়া শাখা
বালিপাড়া বাজার, ত্রিশাল ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৮৪১-৬৬১৬২১

সীডস্টোর শাখা
জালবাজার রোড, সীডস্টোর, ভালুকা ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬১৪

জৈনা বাজার শাখা
জৈনা বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬১৫

মাওনা শাখা
মাওনা বাজার, গাজীপুর
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬১৬

ভাওয়াল মির্জাপুর শাখা
মাস্টার বাড়ি, ভাওয়াল মির্জাপুর গাজীপুর
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬১৮

বানিয়ারচালা শাখা, বানিয়ারচালা, গাজীপুর সদর গাজীপুর, মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬১০

সংস্থার প্রকল্প অফিস সমূহ

গ্রামাউস মডেল একাডেমি
জিএম একাডেমী রোড, ফুলপর, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬২৪

গ্রামাউস গিডি প্রকল্প
নগুয়া, ফুলপুর ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭১৬-৩৫৯০৭১

গ্রামাাউস শিশু কানন
কানিজ মহল, ১০২ ডি.বি রোড, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭২৬-৬২৪৬১৬

Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)
কানিজ মহল, ১০২ ডি.বি রোড, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭১২-৫৮৯২৪৪

BD Rural WASH for HCD
কানিজ মহল, ১০২ ডি.বি রোড, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬২৬

গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার
কানিজ মহল, ১০২ ডি.বি রোড, ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬৩৭

গ্রামাউস সমৃদ্ধি প্রকল্প
নগুয়া, ফুলপুর ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১০৭০১-৬৬১৬৩৮

প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প
নগুয়া, ফুলপুর ময়মনসিংহ
মোবাইল নং - ০১৭০১-৬৬১৬৩৮

আউট-অব - স্কুল চিলড্রেন প্রোগাম
মানিকার চর বাজার, মেঘনা , কুমিল্লা
৩০ নং উত্তর মুরাদনগর, কুমিল্লা।
মোবাইল নং - ০১৭২৬৬২৪৬১৬

সংস্থার বর্তমান তহবিলের উৎস

- পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
- বাংলাদেশ ব্যাংক -গৃহায়ন তহবিল
- সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড।
- উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড।
- এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড।
- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড।
- এসবিএসি ব্যাংক লিঃ।
- প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
- উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।
- ব্র্যাক ।
- দলীয় সদস্যদের সঞ্চয়।
- ঋণ কার্যক্রমের সার্ভিস চার্জ।
- স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনুদান।

গ্রামাউস এর চলমান কার্যক্রমসমূহ

১৯৮৪ সালে গ্রামাউস' শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি, দলগঠন, সচেতনতা সৃষ্টি ও সঞ্চয়ী অভ্যাস তৈরি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রথম বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের মাধ্যমে 'পরিকল্পিত পরিবার উন্নয়ন কর্মসূচি' (PFDP) যেখানে বয়স্কশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত ছিল তা বাস্তবায়ন করা হয়। তাছাড়া উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্মসূচি (NFPE), ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি , স্বল্প ব্যয় ও পরিবেশ অনুকুল লাগসই মৎস্য চাষ কর্মসূচি, গ্রোথ সেন্টার কানেকটিং রোড (GCCR) ও মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি যুক্ত হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম (DNFP), বৃক্ষরোপন ও নার্সারি, স্মলহোল্ডার কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (APONE), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিযন্ত্রপাতির জনপ্রিয়করণ, পুষ্টি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়।

তাছাড়া ২০০৩ সাল থেকে ২০০৭ইং সাল পর্যন্ত খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিশেষ কর্মসূচি (SPFS), কিশোর-কিশোরীদের জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP), ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে ঋণদান (ME-Gob), প্রান্তিকচাষী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণদান (MFMSF), গৃহ নির্মাণে ঋণদান, স্যানিটেশন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ কর্মসূচি (SHEWA-B) এবং কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা শুরু হয়। ২০০৮ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পূর্বে উল্লিখিত কর্মসূচি ছাড়াও একটি ইউনিয়ন একটি সহযোগী সংস্থা (সমৃদ্ধি), মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্প (STWSSP), বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (ঝড়গ) এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সংরক্ষণে Child & Women Rights Advocacy (CWRA) কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছাড়াও শিশু অধিকার সংরক্ষণে NCTF গঠন করে পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে গ্রামাউস শিশু কানন এর আওতায় মোট ৮ টি উপজেলায় কার্যক্রম বিস্তৃত করা হয়েছে ২০২১-২২ ইং সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২২ সালে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ১১ টি উপজেলায় মোট ১৬ টি শাখা অফিসে BD Rural WASH for HCD (PKSF), World Bank (PKSF), AIIB এবং ময়মনসিংহ জেলার ৪ টি উপজেলায় নিরাপদ মৎস উৎপাদন ও বাচারজাতকরণ ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্প কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গ্রামাউস এর চলমান কর্মসূচি সমূহ

দরিদ্র মানুষের কল্যাণে গ্রামাউস তিন যুগের ও বেশি সময় ধরে কাজ করে যাচ্ছে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সংস্থাটি দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান আর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহন করে তা বাস্তবায়ন করে আসছে। গ্রামাউস সকল প্রকল্প সমূহ সংস্থার ৩ টি মূল কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। নিম্নে সংস্থার কর্মসূচিসমূহ এবং তার অধীনে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প সমূহের নাম উল্লেখ করা হল ঃ-

১ কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (EIGP)

১.ক) গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প-জাগরণ
১.খ) ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ প্রকল্প-অগ্রসর
১.গ) কৃষিখাত ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প-সুফলন
১.ঙ) অতি দরিদ্রদের জন্য ঋণ প্রকল্প-বুনিয়াদ
১.চ) গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রকল্প -Housing Loan

২ সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম (SDP)

২ ক. পরিবারভিত্তিক সমন্বিত উদ্যোগ - ENRICH (সমৃদ্ধি)

২.খ. স্বাস্থ্য কর্মসূচি ঃ

২.খ.১. স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
BD Rural WASH for HCD (PKSF), World Bank (PKSF), AIIB
২.খ.২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পণা প্রকল্প।
২.খ.৩. জরুরী চিকিৎসা, সাহায্য, ত্রাণ ও পূর্নবাসন প্রকল্প।

২.গ. শিক্ষা কর্মসূচি ঃ

২.গ.১. গ্রামাউস মডেল একাডেমি (আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প
২.গ.২. গ্রামাউস শিশু কানন (GSKP) কর্মসূচি
২.গ.৩ গ্রামাউস শিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম
২.গ.৪ আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম (পিইডিপি-৪)

২.ঘ. কৃষি, মৎস ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ

২.ঘ.১. নিরাপদ মৎস্য পন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ উপ-প্রকল্প
২.ঘ.২. গ্রামাউস সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ (গিডি)
২.ঘ.৩ সামাজিক বনায়ন ও নার্সারি প্রকল্প।

৩. মানবাধিকার ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি (HRRDP)

৩.ক) Partnership Reinforsement for Integrated Skills Enhancement (PRISE)
৩.খ.গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার (GTC)
৩.গ. আদিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (LDPT)

গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণ (জাগরণ)

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পরিবারভিত্তিক উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় একটি ঋণ কার্যক্রম 'জাগরণ'। 'জাগরণ' (পূর্বে 'গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ' হিসেবে পরিচিত) কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রের জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এর কার্যক্রম শুরুতে গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের এ আর্থিক পরিষেবার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে যার ফলে শহরাঞ্চলে 'জাগরণ' কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি এবং শ্রম বাজারে তাদের উচ্চতর অংশগ্রহণ, বস্তুগত সম্পদে আরও বেশি প্রবেশাধিকার, পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্থবহ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

সংগঠিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লাভজনক ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও পুঁজি গঠনে সহায়তা করার মাধ্যমে দরিদ্র্যতা কমিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাগরণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সদস্যরা হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, সেলাই মেশিন ক্রয়, শাক-সবজি চাষ ও কাঁচামালের ব্যবসা, ফেরী-মুদি দোকান, কুটির শিল্প যেমন- কাপড় বুনন, বাঁশ-বেতের পণ্য তৈরি খাতে ১০-৪৯ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

এক নজরে গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণ (জাগরণ) কর্মসূচি

মোট সদস্য	ঃ ২০৬৬০ জন
মোট ঋণী	ঃ ১৭৯২৩ জন
মোট ঋণ স্থিতি	ঃ ৪৫.১২ কোটি
মোট সঞ্চয় স্থিতি	ঃ ৪৮.২২ কোটি

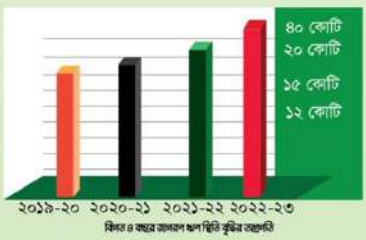

বিগত ৪ বছরে জাগরণ ঋণ স্থিতি বৃদ্ধির তথ্যচিত্র

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ (অগ্রসর)

দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রক্রিয়া টেকসই করতে হলে উদ্যোক্তা সৃষ্টির বিকল্প নেই - এ অনুধাবন থেকে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি (অগ্রসর) চালু করে। গ্রামীউস ২০০৫ সাল থেকে PKSF এর সহযোগিতায় অগ্রসর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত সমিতির সফল ঋণ পরিচালনাকারী বা অগ্রসরমান ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা যাদের ঋণের সঠিক ব্যবহারের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাদেরকে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, যাদের উদ্যোগে কর্ম সংস্থানের সৃষ্টির সুযোগ আছে তাদের নিয়েই "ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ - অগ্রসর কর্মসূচি পরিচালনা করা হয় । ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ সময়ের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি ঋণ কর্মসূচি যা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ভাবমূর্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অগ্রসর কর্মসূচি থেকে ঋণ গ্রহণ করে অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সফলতার পাশাপাশি অতিরিক্ত কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করে দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখছেন। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ৩০,০০০/- থেকে ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ১ থেকে ২ বছর মেয়াদী ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ যেমন, ছোট ব্যবসা, মাছ চাষ, গরুর ফার্ম, হাঁস-মুরগীর ফার্ম, প্রেস, রাইসমিল পরিচালনা, অটো, টেম্পো , সিএনজি এবং মাইক্রোবাসসহ বিভিন্ন প্রকল্পে সদস্যগণ বিনিয়োগ করে থাকেন।

এক নজরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ (অগ্রসর) কর্মসূচি

মোট সদস্য	ঃ ৫৪২৪ জন
মোট ঋণী	ঃ ৪৭৬০ জন
মোট ঋণ স্থিতি	ঃ ২৯.৫৯ কোটি
সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি	ঃ ৬.৪২ (কোটি)

বিগত ৪ বছরে অগ্রসর ঋণ স্থিতি বৃদ্ধির অগ্রগতি

কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ (সুফলন)

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষী এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের দেশে বিদ্যমান দুর্বল ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর মাধ্যমে ঋণ সুবিধা পৌছে দেয়ার জন্য PKSF-IFAD এর অর্থায়নে গ্রামাউস ২০০৫ সাল থেকে উক্ত কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত কৃষকদের বিদ্যমান ও নতুন কৃষি এবং অকৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে সামর্থ্য বৃদ্ধি ও বাজার সংযোগ ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এছাড়া কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন ও কর্ম সংস্থান বাড়ানো এবং বহুবিধ আয়ের উৎস সৃষ্টিতে সহায়তা করা হচ্ছে যা প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাথাপিছু আয়, সক্ষমতা ও খাদ্য নিশ্চয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

উদ্দেশ্য

- দরিদ্র কৃষকগোষ্ঠীকে চাহিদা মাফিক, কৃষির জন্য উপযোগী এবং টেকসই ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করা।
- কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে তথ্য সরবরাহ, নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- কৃষি উন্নয়নে সম্ভাব্য অগ্রগণ্য শক্তি হিসাবে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের বিবেচনা করে বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষিখাত ক্ষুদ্র ঋণ (সুফলন) কর্মসূচি

মোট সদস্য	ঃ ১২৬ জন
মোট ঋণী	ঃ ১০১ জন
মোট ঋণ স্থিতি	ঃ ৪০.৮৯ লক্ষ
সঞ্চয় স্থিতি	ঃ ৪.৪১ লক্ষ

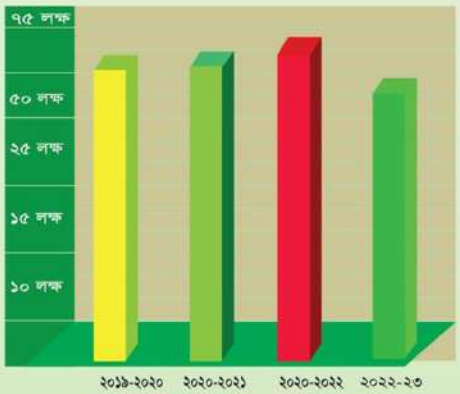

বিগত ৪ বছরে সুফলন ঋণ স্থিতি বৃদ্ধির অগ্রগতি

অতিদরিদ্রদের ক্ষুদ্র ঋণ (বুনিয়াদ)

স্ব-বর্জন, সামাজিক বর্জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক বর্জনের কারণে অতিদরিদ্ররা গতানুগতিক আর্থিক পরিষেবা থেকে বাদ পড়তেন। এর মৌলিক কারণগুলোর মধ্যে ছিল তাদের দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। অনেক ক্ষেত্রে, উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও এর জন্য দায়ী। এমন বাস্তবতায়, সনাতন আর্থিক পরিষেবা থেকে বাদ পড়াদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পিকেএসএফ 'বুনিয়াদ' শীর্ষক এ কার্যক্রম চালু করে।

উদ্দেশ্য

- সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজস্ব মুলধন সৃষ্টি, চাহিদা অনুযায়ী আয়-বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহণীয় ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা।
- ন্যূনতম স্বাস্থ্য-শিক্ষা, বাসস্থান, বস্ত্র, নিরাপদ পানি এবং আরোগ্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করা।
- দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি বা আয়-বর্ধক কর্মসূচি সৃষ্টির মাধ্যমে ন্যূনতম মানবিক মর্যাদার সাথে মৌলিক চাহিদা পুরণের উপায় ও সংগতি/সামর্থ্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

এক নজরে অতিদরিদ্রদের ক্ষুদ্র ঋণ (বুনিয়াদ) কর্মসূচি

মোট সদস্য	ঃ ৪৫২৮ জন
মোট ঋণী	ঃ ৩৫৪৩ জন
মোট ঋণ স্থিতি	ঃ ৭.২৫ কোটি
সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি	ঃ ২.৩২ (কোটি)

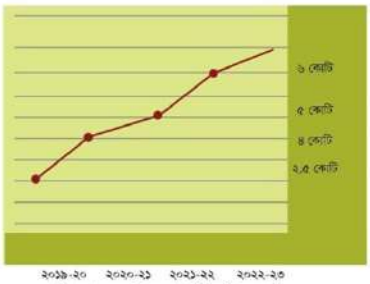

বিগত ৪ বছরে বুনিয়াদ ঋণ স্থিতি বৃদ্ধির অগ্রগতি

গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসম্মত স্থায়ী বাসস্থান একজন মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু দারিদ্র্যের কষাঘাতে অনেক দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠেনা। একটি স্থায়ী বাসস্থান হিসাবে একটি ভাল গৃহ নির্মাণ করতে অথবা একটি গৃহের জন্য প্রতিনিয়ত প্রতিকুল অবস্থার সাথে লড়াই করে বাঁচতে হয় দরিদ্র মানুষের। দরিদ্র মানুষের এই মৌলিক চাহিদা পুরণে গ্রামাউস' এর সংগঠিত-বুনিয়াদ এবং জাগরণ সদস্যদের পাশাপাশি ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার দরিদ্র মানুষের গৃহ নির্মাণে বাংলাদেশ ব্যাংক, গৃহায়ন তহবিলের সহযোগিতায় ২০০৫ সাল থেকে উক্ত কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে নির্ধারিত মান ও ডিজাইন অনুযায়ী (২০′ × ১১′) দোচালা টিনের ঘর নির্মাণে সহজ শর্তে বর্তমানে জনপ্রতি ১,৩০,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়।

উদ্দেশ্য

- দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা হিসাবে একটি স্থায়ী ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নির্মাণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রতিকুল আবহাওয়ার সাথে মোকাবেলা করে, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

সদস্য সংখ্যা	১১৮ জন
ঋণী সংখ্যা	১১৮ জন
ঋণ স্থিতি	০.৪৩ কোটি

চলমান প্রকল্প সমূহ

সমৃদ্ধি প্রকল্প

(দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)

সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রতিপাদ্য হচ্ছে একটি পরিবারের বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং যথাযথ পরিমিতিতে এর সম্পদ ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুপ্ত সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারেন।

লক্ষ্য ঃ

পারিবারিক পর্যায়ে একটি টেকসই উন্নয়নে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দারিদ্র্যের বাইরে সম্পূর্ণরুপে টেকসই পদ্ধতিতে দারিদ্র্য হ্রাস করে মানব মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য ঃ

- প্রতিটি পরিবারের সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের সম্পূর্ণ বিকাশ অর্জন করা।
- সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের ক্ষমতায়নের জন্য সকলের জন্য মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।
- দরিদ্র পরিবারের বিদ্যমান ক্ষমতা এবং সংস্থানগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের সুবিধার্থে ও তাদের দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে এবং মানব মর্যাদার জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম করার জন্য তাদের ক্ষমতা ও সংস্থান উভয়ই উন্নত করতে সহায়তা করা।

'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় ফুলপুর ইউনিয়নের জনগণের টেকসই দারিদ্র দূরীকরণ ও সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে চলমান কার্যক্রম সমূহ নিম্নরুপ-

ক) স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম;
খ) শিক্ষা কার্যক্রম;
গ) আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম;
ঘ) সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরী (বসতবাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ);
ঙ) ভার্মিকম্পোষ্ট/কেঁচোসার উৎপাদন (রাসায়নিক সারের বিকল্প);
চ) যুব কার্যক্রম;
ছ) আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং যুব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
জ) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম;

সমৃদ্ধি আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম

ইউনিয়নের ঋণগ্রহণের আগ্রহী পরিবার সমুহের বর্তমান মাসের অবস্থা ও সক্ষমতা নিরুপন করে পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করা হয় । উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক উপযুক্ত খাতে প্রয়োজীয় পরামর্শ,প্রশিক্ষণ,অর্থ গ্রহণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সমৃদ্ধির আওতায় আর্থিক সহায়তা হিসেবে তিন ধরনের ঋণ ব্যবহার/বিতরনের ব্যবস্থা রয়েছে।

১. আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণ ঃ আয় বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রমকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে ।

১.কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ
২.কৃষি ভিত্তিক উদ্যোগ
৩.সেবা খাত সংক্রান্ত উদ্যোগ
৪.ক্ষুদ্র ব্যবসা

এসব খাতে নিয়োজিত পরিবারের সদস্যদের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন/বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয় ।

২. জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ঃ আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণ গ্রহণকারী পরিবার সমূহের ভৌত সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সামান্য সার্ভিস চার্জের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে। যা সম্পদ সৃষ্টি ঋণ নামে পরিচিত । এখাতে একজনকে সর্বোচ্চ ৩০০০০/- টাকা বিতরন করা যায়। সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ ঃ

১.ভূমি ক্রয়/বন্ধক/লিজ গ্রহণ ও ছাড়ানো ।
২.অন্যান্য ভৌত সম্পদ ক্রয় ও স্থাপন।
৩.পরিবারের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ।

৩. সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ঃ আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণ গ্রহণকারী পরিবার সমূহের মৌলিক চাহিদা পূরনের জন্য সামান্য সার্ভিস চার্জে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে যা একজন সদস্য সর্বোচ্চ ১০,০০০/-, এই ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সমূহ -

১. পরিবারের জন্য বন্ধুচুলা,সোলার সিস্টেম, লেপ-তোষক,মশারি ইত্যাদি ।
২. স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও অগভীর নলকূপ স্থাপন ।
৩. পরিবারের খাদ্য দ্রব্য, ঔষধ ও জরুরী দ্রব্যাদি ক্রয়।

এক নজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমৃদ্ধি আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির তথ্য ঃ

খাতের নাম	ঋণ বিতরণ	ঋণ স্থিতি	মোট সঞ্চয় স্থিতি
আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণ (IGA)	৪.৪৬ কোটি	২.৭১ কোটি	১.৫২ কোটি
জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ	৫.১০ লক্ষ	১৯.১৭ লক্ষ	
জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ (LIL)	২.৭০ লক্ষ	১১.১২ লক্ষ	

সমৃদ্ধি স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো পিকেএসএফ কর্তৃক অর্থায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নের অধিবাসিদের বিশেষত: প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ(নারী,শিশু ও বয়স্ক) জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য,পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়ন-এর মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করা।

বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা কর্মকান্ডকে ৭ স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। ইউনিয়নের প্রতি ৫০০টি পরিবার থেকে পরিবারভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরী ও তথ্য সংগ্রহের জন্য একজন করে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্যপরিদর্শক,প্রতি ৮জন স্বাস্থ্যপরিদর্শকের এলাকায় খানা পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য একজন করে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা,দৈনিক দুপুর ২:০০-থেকে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত শাখা কার্যালয়ে স্ট্যাটিক ক্লিনিক,প্রতি শাখার আওতায় সপ্তাহে দুইদিন করে এমবিবিএস ডাক্তারের ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক,প্রতিটি ইউনিয়নে বছরে ৪টি করে স্বাস্থ্য-ক্যাম্প,ইউনিয়নের শতভাগ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের প্রয়োজনীয় ফলোআপ এবং জরুরী ও জটিল রোগীদের জন্য রেফারেল ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যান্য হাসপাতাল/ক্লিনিকে সেবা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যপরিদর্শকগণ এলাকায় দৈনিক গুচ্ছাকারে ২০টি করে বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং নির্ধারিত ছকে পরিবারের সকল সদস্যের স্বাস্থ্যগত অবস্থা,রোগ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। পরিদর্শনকালে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তারা পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক সচেতনতা তৈরী,প্রাথমিক চিকিৎসা,পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা,গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের যত্ন,পুষ্টিকর খাবার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম ঃ-

স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রয়	১২৫৭
স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	৩৪৫
স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী	৩৫৯৫
স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	৮০
স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী	২২৫০
স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন	৪
স্বাস্থ্যক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী	৫৩৬
বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন	১
মোট ছানী অপারেশন করা হয়েছে	১৭০

সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়া রোধের মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটানো এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন করা ও শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ স্কুল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর করার উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র চালু হয়েছে।

প্রতিটি গ্রামে প্রয়োজনের নিরিখে ২টি করে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র চালু আছে। প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুশ্রেণী, ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণীর ২৫-৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে দৈনিক বিকেল ৩:০০ টা হতে - ৫:০০ টা পর্যন্ত দুই ঘন্টা পাঠদান করা হয়।

ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা এবং শিক্ষাগতযোগ্যতা কমপক্ষে এসএসসি পাশ রয়েছে এমন ছাত্রী/মহিলাদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। শিক্ষকগণ যেন মূলধারার শিখন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রতিবছর একবার পাঁচ দিনব্যাপী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাস্টার ট্রেইনারগণ দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

২০২২-২৩ ইং শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের চিত্র ঃ-

মোট শিক্ষাকেন্দ্র	ছাত্র	ছাত্রী	মোট শিক্ষার্থী	মোট শিক্ষক/শিক্ষিকা
৩০ টি	৩৮০ জন	৪৬৬ জন	৮৪৬ জন	৩০ জন

সমৃদ্ধি বাড়ি

৫ নং ফুলপুর ইউনিয়নের সকল বাড়ির স্বাস্থ্য,শিক্ষা,আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড,পরিবেশ তথা জীবন যাত্রার সার্বিক মান উন্নয়ন এবং সমস্ত বাড়ির উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি করা হয়। সমৃদ্ধ বাড়ি একটি পরিবর্তনশীল ধারণা। এর সাথে অন্যান্য কম্পোন্যান্ট যোগ হতে পারে যেমন- বাড়ির সৌন্দর্য বর্ধন, পরিবারের আয় বৃদ্ধি,পতিত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, সুস্থ সবল জীবন যাপন।

২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ০৭ টি সমৃদ্ধি বাড়ি তৈরী করা হয়েছে।

ভার্মী কম্পোষ্ট

উদ্ভিদ ও প্রাণীজ বিভিন্ন প্রকার জৈব বস্তুকে কিছু বিশেষ প্রজাতির কেঁচোর সাহায্যে কম সময়ে জমিতে প্রয়োগ উপযোগী উন্নত মানের জৈব সারে রুপান্তর করাকে ভার্মিকম্পোষ্ট বা কেঁচোসার বলে।
সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাউস এ পর্যন্ত ৪৫ জন কৃষক দ্বারা বাণিজ্যিকভাবে ভার্মিকম্পোষ্ট প্লান্ট তৈরি করা হয়েছে। উক্ত কৃষকেরা নিজেদের জৈব সারের চাহিদা মিটিয়ে সর্বমোট ১৮৭৮৩৪ কেজি বিক্রি করতে পেরেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮টি সহ মোট ৩০ টি ভার্মি কম্পোষ্ট প্ল্যান্ট তৈরী করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমাজের পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পুরণকরতে না পারায় সমাজের মূল শ্রোত থেকে ছিটকে পড়ে। এদের অনেকেই কোন রকম শ্রম বিক্রি করে বেঁচে থাকার নিরন্তর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে জীবিকা নির্বাহ করে জীবন ধারণ করলেও এর বাহিরে একটি অংশ যারা কর্ম অক্ষম তাদের অনেকেই কোন কাজ করতে না পারায় ভিক্ষা বৃত্তির মত জঘন্য পেশার সাথে জড়িয়ে যায়। এ পেশা তার নিজের জন্য যেমন অসম্মানজনক তেমনিও সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অসম্মানজনক।
ভিক্ষা বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে তারা যেন আত্ম মর্যাদার সহিত সমাজে স্থান পায় তার জন্য উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করা হয়।
ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় জরিপ করে ভিক্ষুকের তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে যথাযথ প্রক্রিয়ায় যাচাই বাছাই করে অধিকতর দুস্থ ও অসহায় ভিক্ষুক পরিবারকে অগ্রাধিকার দিয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য তালিকা তৈরী করা হয়। নির্বাচিত ভিক্ষুকদের তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই বাছাই করে তালিকা পিকেএসএফ - এ প্রেরণ করা হয়। পিকেএসএফ পুনর্বাসনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে যাচাই বাছাই এর পর চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনের পর পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করা হয়।
চূড়ান্ত নির্বাচিত তালিকার প্রত্যেক ভিক্ষুক ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম নির্ধারন করে উপকরণ ক্রয় করার জন্য ১০০০০০/- (এক লক্ষ্য) টাকা প্রদান করা হয়। উপকরণ সমূহ যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় পর্যাযে একটি পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ও সংস্থার নিয়োজিত অফিসার নিরবিচ্ছিন্ন ফলোআপ ও মনিটরিং এর মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রমকে সাফল্য করে তুলা হয়।

সমৃদ্ধি প্রশিক্ষন কার্যক্রম

সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (যেমন: গাভী পালন,গরু মোটা তাজা করণ,ছাগল পালন,হাঁস-মুরগি পালন,মৎস্য চাষ,শাক-সবজি চাষ,ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদন) প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত সদস্যদের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন বা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষনে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা বা বিভাগ (যেমন: মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর) এর কর্মকর্তাগণ কে সম্পৃক্ত করা হয়।

২০২২-২৩ইং অর্থবছরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষনের তথ্য ঃ

ক্রম	প্রশিক্ষনের শিরোনাম	অংশগ্রহণকারী
০১।	যুব প্রশিক্ষণ -	৩৫ জন
০২।	আত্ম উপলব্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ	২৫জন
০৩।	কারিগরি প্রশিক্ষণ	১২ জন

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম

ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ জনগোষ্ঠির সঠিক কল্যাণে "প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি" বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সেবা নিশ্চিত করাই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার্ড কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি বিদ্যমান রয়েছে। ওয়ার্ড কমিটি প্রতি মাসে ও ইউনিয়ন কমিটি বছরে ২টি করে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

BD Rural WASH for HCD (PKSF)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিশ্বব্যাংক এবং Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) এর যৌথ অর্থায়নে মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকার এই প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) ও AIIB থেকে মোট ৪০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ সহায়তা পেয়েছে। উক্ত অর্থায়নের আওতায় অপর বাস্তবায়নকারী সংস্থা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করবে। পিকেএসএফ, প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে থানা পর্যায়ে ১.২০ লক্ষ নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ১০.০ লক্ষ নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় টয়লেট স্থাপনে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG 6) (পানি ও স্যানিটেশন) অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করছে। প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা হিসাবে গ্রামাউস ময়মনসিংহ জেলার ৯ টি উপজেলায় ১৬ টি শাখার মাধ্যমে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের নির্বাচিত গ্রামীণ এলাকায় 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার প্রাপ্যতা উন্নত করা।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা।

এক নজরে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রমের চিত্র ঃ

জেলা	উপজেলা	সংখ্যা			মোট টাকা
		ওয়াটার লোন	স্যানিটেশন	সর্বমোট	
০১	০৯	১৭০ টি	৫৪১ টি	**৭১১ টি**	১.৮৬ কোটি টাকা

জরুরী চিকিৎসা, সাহায্য, ত্রাণ ও পূর্নবাসন প্রকল্প

সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসে সবচাইতে বেশি উচ্চারিত শব্দের নাম "করোনা ভাইরাস" । বৈশ্বিক করোনা বা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সারা বিশ্বের জন্য ২০২০ সাল ছিল এই শতকের সবচাইতে পীড়াদায়ক বছর। করোনা ভাইরাসের মতো বাংলাদেশের জনগণকে প্রতি বছরই কোন না কোন দূর্যোগ মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হয়। বিশেষ করে বন্যা, ঝড়, টর্নেডো, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে মানুষ, গবাদিপশুসহ জনগণের জানমাল ও সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয় যা জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গ্রামাউস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে তাৎক্ষণিকভাবে সহযোগিত ও জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। এ জন্য গ্রামাউসের নিজস্ব অর্থায়নে ও উপকারভোগীদের এককালীন প্রদানকৃত টাকায় নিরাপত্তা ও সাহায্য তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে পিকেএসএফ প্রদত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল সংযোজন করে উক্ত 'নিরাপত্তা ও সাহায্য তহবিল' আরো বিস্তৃত করার মাধ্যমে দুর্যোগগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিতরণকৃত সাহায্যের পরিমান

ক্রঃ নং	বিবরণ	সদস্য	ছেলে	মেয়ে	মোট	টাকার পরিমান
০১	আদিবাসীদের কম্বল বিতরণ	৪৫০	১২০	১৮০	৭৫০	১,০৫,০০০/-
০২	চিকিৎসা সহায়তা	১২৫	৪৫	৬৫	২৩৫	২,৮২,০৯০/-
০৩	বিয়ে	-	২০	৪২	৬২	৯০,৬০০/-
০৪	মৃত্যুজনিত সাহায্য	৩০	৮	-	৩৮	১৮০,০০০/-
০৫	অন্যান্য	০২	০৫	০৯	১৬	২০,৬০০/-
		৬০৭	১৯৮	২৯৬	১১০১	৬,৭৮,২৯০/-

২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত নিরাপত্তা তহবিলের আওতায় সংগঠিত সমিতির সদস্যদের মধ্যে ঋণ মওকূফ, চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের তথ্য

ক্রমিক	বিবরণ	উপকারভোগীর সংখ্যা	সাহায্যের পরিমান
০১	মৃত, সদস্যদের ঋণ মওকুফ	১৮০ জন	৫,৯০,৮২০/-
০২	উপকারভোগীদের চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রদান	৩৮৪ জন	২,১০,৯৯০/-
০৩	উপকারভোগীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য সাহায্য প্রদান	১৯৬ জন	২৪,৪২,১৯০/-
	মোট	৭৬০ জন	৩২,৪৪,০০০/-

গ্রামাউস শিক্ষা কার্যক্রম

গ্রামাউস মডেল একাডেমী

যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সৃজনশীলতা বিকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ সে জাতি তত বেশি উন্নত। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে আমাদের আগামী প্রজন্মকে শুরু তেকেই তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আধুনিক, যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষাদান।

আজকের শিশুরা নেতৃত্ব দিবে আগামী দিনে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিশেষ করে দরিদ্র শিশুদের যুগের সাথে গতিশীল করার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর প্রয়াসে গ্রামীন মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) এর নতুন চেন্তা চেতনা থেকেই গড়ে তোলা হয়েছে ব্যতিক্রমী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'গ্রামাউস মডেল একাডেমী'।

বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ, সিলেবাস, কারিকুলাম, আধুনিক ও ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, যোগ্যতা ও মননশীল প্রতিভা বিকাশ, দরিদ্র শিশুদের বিশেষ সুযোগ এবং দেশপ্রেমিক, সুশিক্ষিত ও আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলাই এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এক নজরে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের গ্রামাউস মডেল একাডেমীর তথ্য

শিক্ষাবর্ষ	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী	মোট শিক্ষক/শিক্ষিকা	অন্যান্য জনবল
২০২২-২৩	২৪০ জন	২১০ জন	২১ জন	০৪ জন

গ্রামাউস শিশু কানন

গ্রামের / শহরের দরিদ্র হত দরিদ্র ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় মূল ধারার শিক্ষা কার্যক্রমে ফিরিয়ে এনে শিক্ষার গুনগত মান ঠিক রেখে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যত জীবন গড়তে সহায়তা করাই গ্রামাউস শিশু কাননের মূল লক্ষ্য । ২০১৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার ০৮ টি উপজেলায় প্রায় ৪০০ শিক্ষাকেন্দ্র নির্মান করে নিজস্বক অর্থায়নে শুরু করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে করোনার মহামারীতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয় এবং অধিকাংশ স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০২১ সাল থেকে পূনরায় গ্রামাউ শিশু কানন কর্মসূচি ময়মনসিংহ জেলার ০৪ টি উপজেলায় ১১০ টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে চালু হয়েছে।

এক নজরে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের গ্রামাউস শিশু কানন এর তথ্য

জেলা	উপজেলা	মোট শিক্ষাকেন্দ্র	মোট ছাত্র-ছাত্রী	মোট শিক্ষক/শিক্ষিকা	প্রোগাম সুপারভাইজার
ময়মনসিংহ	ফুলবাড়িয়া সদর শম্ভুগঞ্জ ফুলপুর	১১০ টি	২৫৩০ জন	৯০ জন	৪ জন

আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম (পিইডিপি-৪)

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঝড়ে পড়া ৮-১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আওতায় এনে শিক্ষা প্রদান করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতাধীন পিইডিপি - ৪ এর সব কম্পোনেন্ট ২.৫ আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের ব্র্যাকের সহযোগী সংস্থা হিসাবে গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর ও মেঘনা উপজেলায় ৬০ (ষাট)টি শিখনকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮০০ (এক হাজার আটশত)জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। ৬০ (ষাট)জন শিক্ষিকা, ০৪ (চার)জন পিএস এবং ০১ (এক)জন ফোকাল পারসন এর মাধ্যমে এই শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। শিক্ষিকাদের মৌলিক ট্রেনিং এবং প্রতিমাসে শিক্ষিকাদের সমন্বয় সভার মাধ্যমে শিক্ষিকাদের দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। মনোরম পরিবেশ, সুষ্ঠ পাঠ পরিকল্পনা ও সহ-পাঠক্রমিক কাজের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরন, আইডি কার্ড, ব্যাগ, ড্রেস এবং উপবৃত্তির ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থীর হাজিরা ছিল খুবই ভালো।

উক্ত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ৬০টি শিখন কেন্দ্রে ১৮০০ জন ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আলো দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) এর পক্ষ থেকে ব্র্যাক এবং বাংলাদেশ সরকারকে জানাই প্রানঢালা অভিনন্দনশুভেচ্ছা।

এক নজরে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম (পিইডিপি-৪) এর তথ্য

জেলা	উপজেলা	মোট শিক্ষাকেন্দ্র	মোট ছাত্র-ছাত্রী	মোট শিক্ষক/শিক্ষিকা	প্রোগাম সুপারভাইজার
কুমিল্লা	মুরাদনগর	৩০ টি	৯০০ জন	৩০ জন	২ জন
	মেঘনা	৩০ টি	৯০০ জন	৩০ জন	২ জন

গ্রামাউস শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচি

গ্রামাউস সৃষ্টির অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে সম্পদে পরিণত করা। তাই সংস্থার শুরু থেকে অদ্যবধি সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য গ্রামাউস নিজস্ব উদ্যোগ এবং নিজস্ব অর্থায়নে "গ্রামাউস শিক্ষাবৃত্তি" কার্যক্রম শুরু করে। গ্রামাউস অনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৬ সালে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন মেধাবী ছাত্রী রেহানা আক্তারকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন: (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং ট্যাকনোলজি (ডুয়েট),ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, কুমুদিনী মহিলা মেডিকেল কলেজ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) এর শিক্ষার্থীদের যারা অতি দরিদ্র পরিবারের মেধাবী সন্তান, তাদের গ্রামাউস শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। ভবিষ্যতে এর পরিধি আরো বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এম.আর.এ এর পরামর্শে ২০২০ সাল থেকে শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম চালু আছে।

লক্ষ্য

মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অংশ হল শিক্ষা। দরিদ্র ভূমিহীন, ক্ষুদ্রকৃষক, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা যেন অর্থের অভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেয়া "শিক্ষাবৃত্তির" মূল লক্ষ্য।

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত গ্রামাউস শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচির তথ্য

সাল	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা			জন প্রতি মাসিক বৃত্তি	মোট মাসিক বৃত্তি	শিক্ষাবৃত্তির পরিমান (বছরে)
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট			
২০১৬	০	০১ জন	০১ জন	২,০০০/-	২,০০০/-	২৪,০০০/-
২০১৭	০৬ জন	০২ জন	০৮ জন	২,০০০/	১৬,০০০/-	১,৯২,০০০/-
২০১৮	১৩ জন	০৪ জন	১৭ জন	২,০০০/	৩৪,০০০/-	৪,০৮,০০০/-
২০১৯	১৫ জন	০৬ জন	২১ জন	২,০০০/	৪২,০০০/-	৫,০৪,০০০/-
২০২০	২২ জন	০৮ জন	৩০ জন	২,০০০/	৬০,০০০/-	৭,২০,০০০/-
২০২৩	০৮ জন	০৫ জন	১৩ জন	১২০০০/- (ছয় মাস)	১৫৬০০০/-	১৫৬০০০/-
সর্বমোট						২০৪,০০০/-

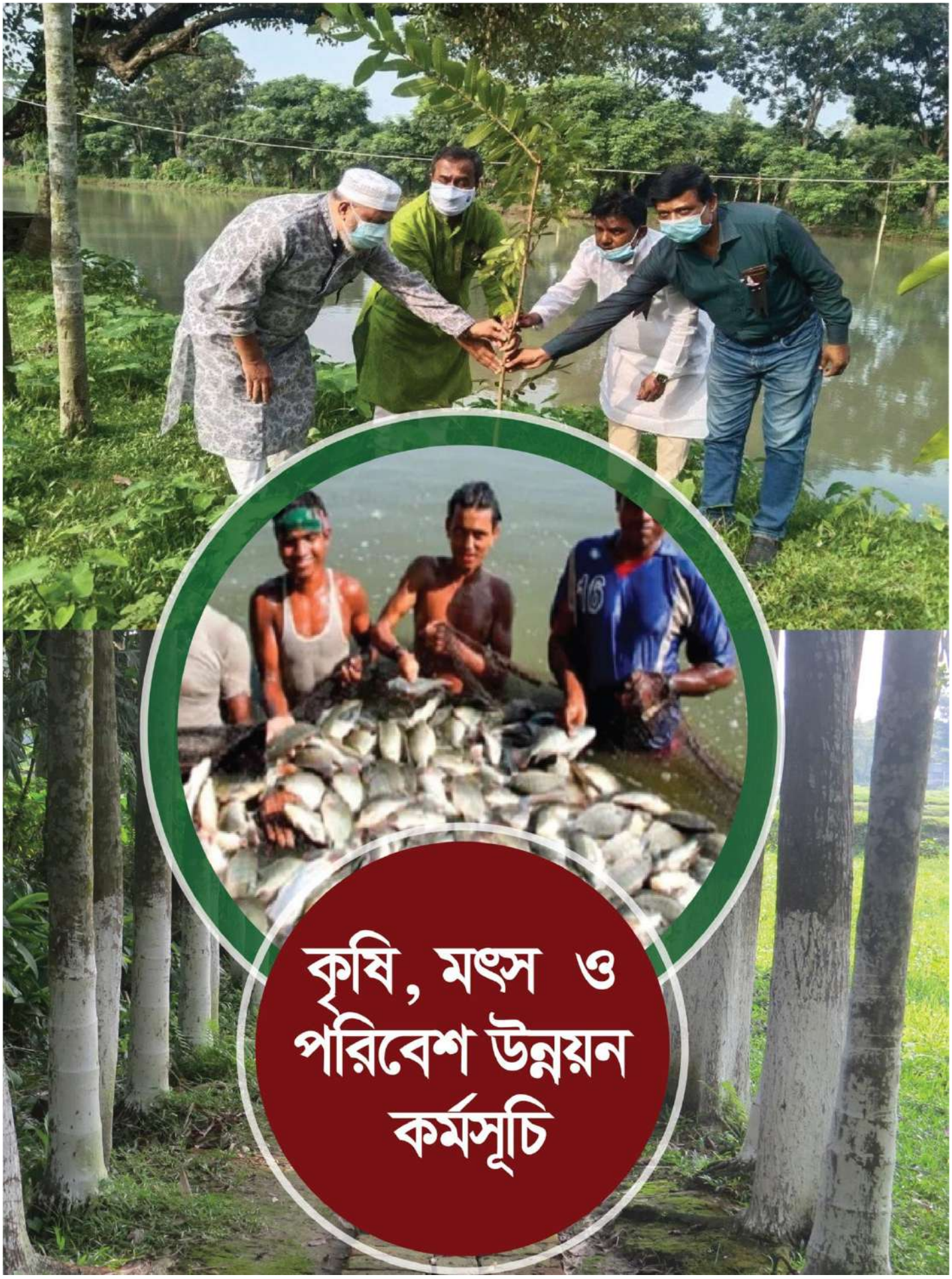

কৃষি, মৎস ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি

নিরাপদ মৎস্য পন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ উপ-প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য ঃ

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবি পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন এবং পারিবারিকভাবে পুষ্টি নিশ্চিতকরন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১.নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি করা।

২.প্রক্রিয়াজাত মৎস্য পন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বৃদ্ধি করা।

৩.স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপদ মৎস্য চাষ উপকরণ (দ্রুত বর্ধনশীল মাছের পোনা, মাছের ফিড, ব্রুড মাছ) এবং আধুনিক মাছ চাষ প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

৪.স্থানীয় পর্যায়ে সেবা বাজার তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও টেকসই খাত সৃস্টি করা।

৫.পরিবেশ, নিরাপদ ও পুষ্টিমান খাদ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়কে বিবেচনায় রেখে উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি করা

৬. উদ্যোগে নারী ও যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম এর বিবরণ ঃ

ক্রমিক	খাতের নাম	অর্জন
০১	উপকার ভোগী নির্বাচন	১২০০০
০২	মৎস্য চাষীদের উত্তম মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	১২০ টি
০৩	উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন	০৩টি
০৪	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	২৪ টি
০৫	প্রকল্পভুক্ত জনবলকে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান	০২ টি
০৬	ভ্যালু চেইন স্টিয়ারিং কমিটি তৈমাসিক মিটিং	০২ টি

গ্রামাউস সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ (গিডি)

বাংলাদেশে জাতীয় অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি। সুতরাং কৃষির আধুনিকায়ন ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়। আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং শস্য বহুমূখীকরণের মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব নিবিড় চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করে কৃষিতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের নিমিত্তে গ্রামাউস ১৯৯৬ সাল থেকে কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়।

গ্রামাউস দাতা সংস্থার প্রতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে পরিচালিত করার মাধ্যমে আত্মনির্ভর সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ফুলপুর থানা সদর হতে ৩ কিঃ মিঃ ভেতরে প্রায় ১৭ (সতের) একর জমি ক্রয় করে তাতে সমন্বিত কৃষি, মৎস্য, প্রশিক্ষণ ও পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উন্নয়ন কার্যক্রম (GIDI) শুরু করেছে ১৯৯৮ সালে। এ প্রকল্পে নতুন আবিস্কৃত কৃষি ও মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রদর্শনী প্লট তৈরি করা হয় যা থেকে সংস্থা লাভবান হওয়ার পাশাপাশি উপকারভোগীদের মাঝে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে গিডি প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম এর বিবরণ ঃ

ক্রমিক	খাতের নাম	অর্জন
০১	আধূনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষন প্রদান	৪০ জন
০২	মৎস্য চাষীদের উত্তম মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	৬০ জন
০৩	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন (ধান আবাদ)	১২ টি
০৪	উন্নত জাতের গাভী পালন	১০ টি
০৫	মৌসুমী শাক সব্জি আবাদ ও বিক্রি	১১০০০০/-
০৬	মাছ বিক্রয়	৭৮০০০০/-
০৭	মাছ চাষের প্রদর্শনী প্লট	৬ টি

সামাজিক বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্প

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র ৮ ভাগ। ফলে প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন টর্ণেডো, জলোচ্ছ্বাস, সিডর, আইলা,ভাঙন এবং খরা আঘাত হেনে আমাদের দেশের কৃষকের ফসল ও জান-মালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, উপকারভোগীদের নিজস্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ভবিষ্যতের জ্বালানী ও কাঠের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে গ্রামাউস ১৯৯৫ ইং সাল থেকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থায় কর্ম এলাকায় বাড়ীর আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের নিজস্ব আয় সৃষ্টি, ভবিষ্যৎ জ্বালানী ও কাঠের চাহিদাপুরণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে গ্রামাউস তার সংগঠিত সমিতির সদস্যদেরকে নিজেস্ব নার্সারি তৈরি করে চারা উৎপাদন, বাড়ীর আশেপাশে ও রাস্তার দু-ধারে বৃক্ষরোপণে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ কার্যক্রমকে আরো সফল করার জন্য সংস্থার GIDI প্রকল্পের ৭ শতাংশ জমিতে নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। IFAD ও DAE এর সহায়তায় পরিচালিত SAIP প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থার সকল উপকারভোগীকে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ৫টি করে ফলজ, বনজ ও ঔষধি চারা প্রতিবছর নাম মাত্র মূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৪৫ জন উপকারভোগীদের মাঝে ১৪৫০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। আকিজ বশির গ্রুপের সহায়তায় পতিত জমিতে রোপন করার জন্য গ্রামাউস এর উপকারভোগী এবং গ্রামাউস মডেল একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ৭৫০০ টি জলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

মানবাধিকার ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি

Partnership Reinforsement for Integrated Skills Enhancement (PRISE)

দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাংলাদেশের জন্য খুবই জরুরি প্রয়োজন। ৩০ শে এপ্রিল ২০২৩ইং তারিখে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির "প্রাইস" কর্মসূচিতে কাজ করার জন্য ব্র্যাকের সহিত সহযোগী সংস্থা হিসাবে গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন (গ্রামাউস) চুক্তি হয়। ১লা জুন /২০২৩ইং তারিখ থেকে ময়মনসিংহ জেলার সদর, শম্ভুগঞ্জ, নাগলাবাজার এ বাজার জরীপ, দোকান জরীপ, শিক্ষার্থী জরীপ, টেকনিক্যাল ট্রেনার এবং পিয়ার লিডার এর নির্বাচানের কাজ চলমান।

দোকানদার/ওস্তাদদের প্রশিক্ষনের পর ২জন করে মোট ৭৫জন ওস্তাদের নিকট ১৫০ জন শিস্য থাকবে, সপ্তাহে ০৫দিন দোকানে এবং ০১দিন প্রশিক্ষণ চলবে এইভাবে ০৬ মাস কাজ শিখার পর ঐ কর্মে ঢুকানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং সহযোগীতা করা হবে। বাংলাদেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে দক্ষতা উন্নয়ন, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা আবশ্যক। সেই লক্ষ্যে মার্কেট জরীপ, MCP, Learner, জরীপ, TT এবং PL দের নিয়োগ কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি বিষয়ের জরীপ ও সঠিক ট্রেড নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ন বিধায় জরীপের আগে ছোট দলীয় সভার কাজ করা হয়েছে।

সমাজের সুবিধা বঞ্চিত কিশোর/কিশোরী, যুবক, যূবতীর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিনত ও তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

দেশের সর্বস্তরের মানুষকে দারিদ্র বিমোচনে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখা এবং দরিদ্র বিমোচন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সময়, অর্থ ও মানব সম্পদের অপচয় রোধ করা "প্রাইস" কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য

গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার

প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল ছাড়া টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে, সময়মত পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাজেই গ্রামাউস এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং কর্মীদের দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে গ্রামাউস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার (GTC) এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সময়ের প্রয়োজনে এবং কর্মরত কর্মীদের আরো প্রশিক্ষনের প্রয়োজনে ফুলপুর উপজেলার নগুয়া গ্রামে গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার-২ নামে আরেকটি ট্রেনিং সেন্টার এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ

বিবরণ	সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী
প্রশিক্ষকর প্রশিক্ষণ	০২ টি	৩০ জন
আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক	০৪ টি	৮০ জন
অফিস ব্যবস্থাপনা	০৬ টি	৭৫ জন
আই.জি.এ প্রশিক্ষণ	১২ টি	২৬০ জন
তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষন	০২ টি	৪০ জন
আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮ টি	৩৫০ জন
মোট	**৪৪ টি**	**৮০৪ জন**

আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। গ্রামাউস তার কর্ম এলাকায় আদিবাসী পরিবারের অধিকার ও বহুমুখী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ করছে।

আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধি, উন্নয়নকাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদেরকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য গ্রামাউস নিম্নে উল্লিখিত কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে -

- আদিবাসীদের সংগঠিত করে দলগঠন।
- বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি ও অধিকার এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ঋণের চাহিদা নিরূপণ করে চাহিদা মাফিক স্বল্প সার্ভিস চার্জে ঋণ প্রদান।
- আদিবাসী পরিবারের মহিলা ও শিশুদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
- গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান।
- মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় জরুরী চিকিৎসাসহ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ।

২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম	
আয়বর্ধণমূলক প্রশিক্ষন প্রদান	১০৪ জন
ঋণ বিতরণ করা হয়েছে	৬০ জন
মোট বিতরণ	১৮ লক্ষ টাকা
বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	৩৮ জন

কেস স্টাডি

পামরজানের হুইল চেয়ার পথ চলার শেষ হাতিয়ার

পামরজানের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার শিলপুর গ্রামে। ছোট বেলা থেকেই পারমজান অত্যন্ত কর্মঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন। গৃহিনী হলেও ছাগল,গরু ও হাঁস-মুরগী পালন সহ সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন পামরজান। তার এক ছেলে এক মেয়ে। তার ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে-মেয়েরা সবাই নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বর্তমানে ৮০ বছর বয়স্ক স্বামী হারা পামরজান। জরাজীর্ণ ঘরে বসবাস করছেন। ছেলে-মেয়ের অভাবের সংসার। যে যখন যতটুকু পারে মা'কে সাহায্য করে। এভাবে কায়-ক্লেশে তার প্রবীণ জীবন চলছে। ১০ বছর আগে স্ট্রোকের কারণে দু'টি পা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে যায়। তার পর থেকেই পামরজান একা-একা চলা ফেরা করতে পারেন না। সরাদিন ঘরের ভিতর বিছানায় শুয়ে বসে দিন চলে যায়।

ল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহযোগিতায় গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা(গ্রামাউস) এর মাধ্যমে ২০১৮ ইং সালে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার ফুলপুর ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করেন। এ কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে অসহায় ও অচল প্রবীণদের জীবন-সহায়ক সামগ্রী(হুইল ছেয়াল,ছাতা,ওয়াকিং স্টিক, শীত বস্ত্র ইত্যাদি) বিতরণ করা একটি অন্যতম কাজ। ২০২২ সালে এই কর্মসূচির আওতায় পামরজানকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করে। এই চেয়ারে বসে তিনি অন্ধকার ঘর থেকে বাহিরের আলো বাতাস উপভোগ করছেন। এখন নাতি-নাতনীদের সাথে হেসে খেলে জীবন কাটাচ্ছে। এছাড়াও তিনি চেয়ারে বসে অন্যের সহযোগিতায় বাড়ির আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারছেন। তিনি এখন জীবন সহায়ক চেয়ার পেয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে সচল হয়েছে।

গাভী পালনে সফল
জেসমিন আক্তার

গাজীপুর জেলার বরমী গ্রামের জেসমিন আক্তার একজন অতি দরিদ্র নারী। ২০০৮ সালে দিন মুজর নাসির উদ্দিন এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিয়ের পর শুরু হয় জীবন যুদ্ধ, স্বামীর সল্প আয়ে সংসার চলে না নুন আনতে পানতা পুরাই।বছর যেতে না যেতেই এরই মাঝে জন্ম গ্রহণ করে একটি মেয়ে সন্তান। সংসারে ব্যায় আরও প্রসারিত হয়। তার স্বামী নাসির উদ্দিন দৈনিক ৩০০-৪০০ টাকা আয় করে। সংসারে অভাব অনটন দিন দিন বেড়ে যায়।সংসার চালাতে গিয়ে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে ধার দেনা করে ফেলে।এত অভাব অনটনের মধ্যে যখন আর দিন চলে না তখন সে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিজে কোন কাজ করার চিন্তা করে ,কিন্তু পুঁজির অভাবে তা সম্ভব হয় না। তখন এক প্রতিবেশীর কাছে জানতে পারে গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা(গ্রামাউস) সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। প্রথমে গ্রামাউস এর ফিল্ড আফিসার পরবর্তীতে ম্যানেজার স্যার সাথে কথা বলে ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানার পর ২০১৬ সালে সংস্থার ৯৪ নং বরমী জাগরণ মহিলা সমিতিতে উক্ত সমিতির সভানেত্রীর সুপারিশে ১ম দফায় ৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে চাচাত ভাইয়ের সাথে শেয়ারে গরুর ব্যবসা শুরু করে । আর কিছু টাকা দিয়ে কিছু হাঁস মুরগী ক্রয় করে বাড়িতে পালন করার জন্য।আল্লাহর রহমতে পরে আর পিছনে ফিরে থাকাতে হয়নি, গরু এক বাজারে ক্রয় করে অন্য বাজারে ব্রিক্রি করে ভাল টাকা লাভ করে পাশাপাশি হাঁস-মুরগীর ডিম ব্রিক্রি করে এমন করে ১ম দফা ঋণ পরিশোধ করে ২য় দফায় ৭০,০০০ (সত্তর হাজার)টাকা ঋণ নিয়ে একটি দুধের গাভী ক্রয় করে । স্বামী ব্যবসা করে জেসমিন বাড়ীতে গাভীপালন করে দুধ ব্রিক্রি করে ২য় দফা ঋণ পরিশোধ করে ৩য় দফায় ১২০০০০/-এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরও একটি গাভী ক্রয় করে পাশাপাশি ব্যবসার পুঁজি বৃদ্ধি করে। মেয়েরা পড়াশোনার পাশাপাশি মাকে সাহায্য করে বড় মেয়ে এবছর এস.এস. সি.পরীক্ষা দিবে । তাদের স্বপ্ন ছিল থাকার একটি সুন্দর ঘর দেয়া।স্বপ্ন পুরণের আশায় ৪র্থ দফায় ১,৭০,০০০ /- (এক লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে নিজের জমানো টাকা দিয়ে ৪রুম বিশিষ্ট ১টি হাফ বিল্ডিং ঘর তৈয়রী করে।স্বামী ও নিজে আয় করতে পেরে খুবই খুশি।ঋণ পরিশোধেও জেসমিন আক্তার আত্নবিশ্বাসী। জেসমিন আরো বেশী ঋণ নেয়ার যোগ্যতা থাকলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ গ্রণন করে না তাই সর্বশেষ ৫ম দফায় ৩০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ির পাশে ৫০ শতক জমি বন্ধক রাখে। জেসমিন সংসারের কাজের পাশাপাশি গরুর খাবার দেওয়া,দুধ দোহানো ,মুরগী পালন করে ০৩টি গাভী পালনে স্বামীকে সাহায্য করে।সংস্থা থেকে সে গাভী পালনের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তাই গাভীর অসুস্থতায় নিজে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারে।স্বামী ব্যবসার পাশাপাশি বাড়ীর পাশের জমি টুকু চাষ করে। স্বামী স্ত্রী ২ জনের আয়ে সংসারে যাবতীয় খরচ চালিয়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধের পরও ১৫-২০ হাজার টাকা প্রতি মাসে আয় থাকে। গ্রামাউস এ তার সঞ্চয় জমা রয়েছে ৬৪০০০/- টাকা। জেসমিন আক্তার এর স্বপ্ন মেয়ে ০৩টি কে পড়াশুনা করিয়ে শিক্ষিত করে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলা।সমিতিতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সর্ম্পকে জেনে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও সাবমারসিবল মটার বসিয়েছে। এক সময় তাদের ছোট একটি ঘর ছাড়া কিছুই ছিলনা।এখন নিজেদের থাকার জন্য ০১টি হাফবিল্ডিং ঘর,০৪টি গাভী, গাভী থাকার জন্য ০১ টি টিনের চাপড়া ও মাঠে ৩০ শতাংশ জমি বন্ধক রাখা আছে। বর্তমানে জেসমিন আক্তার স্বনির্ভর।তার কোন দেনা নেই। জেসমিন আক্তার এখন আনেক সুখে আছে।

মোঃ রফিকুল ইসলাম এর দিন বদলের গল্প

গ্রামীন মানবিক উন্নয়ন সংস্থা গ্রামাউস, ভাইটকান্দী শাখার ৩৮ নং চরনিয়ামত ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলাম ফুলপুরে অবস্থিত কাতুলী ফাজিল মাদ্রাসার শিক্ষক তিনি ০২নং রামভদ্রপুর ইউনিয়নের চরনিয়ামত গ্রামের বাসিন্দা গ্রামের সাথেই ছোট একটি বাজার কাঠালতলী। মাদ্রাসা থেকে এসে অলস সময় কাটাতে হয় এই বাজারে। একদিন বাজারে একটি ষ্টলে গ্রামাউ-লর কর্মরত গ.উ.ঙ অফিসারের দেখা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে গ্রামাউস, থেকে ১২/১০/২১ইং তারিখে ১,৫০,০০০/= টাকা ঋণ নিয়ে একটি মুরগীর খামার ২০০০ লেয়ার ডিমের খামার দেয়। এক বছর পর ১২/০৪/২২ ইং তারিখে ৩,০০,০০০/= তিন লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে আগের খামারের লাভ দিয়ে খামার আরও ২০০০ মুরগী দিয়ে গুরু করে। বর্তমানে তাহার ২ টি খামারে ৪০০০ লেয়ার মুরগী আছে ১৬/০১/২৩ ইং আবার ও ৫.০০.০০০/= টাকা ঋণ নিয়ে ২ টি খামারের ৪০০০ লেয়ার মুরগীর শেট চালিয়ে ৩ জন শ্রমিকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। শ্রমিকের বেতন ও মুরগীর পরিচর্যার পর মাসে ২.০০.০০০/= দুই লক্ষ টাকা আয় হয়। বর্ত মানে গ্রামাউসের ঋণের কিস্তি ও সাংসারিক খরচ চালানের পর সংসারের আয় রুজি বৃদ্ধি পাওয়ার তাহার জিবন সুখময় হয়েছে। এই উন্নতির জন্য তিনি গ্রামাউস এর অবদান কে সবচেয়ে বড় মনে করেন। বর্তমানে তিনি সাধারন শিক্ষক হতে পদোন্নতি পেয়ে সহকারী অধ্যাপক হয়েছেন। সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশী সামাজিকতা মর্যদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার এই সফলতার জন্য গ্রামাউস এর নিকট চির কৃতজ্ঞ এবং সংস্থার দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

মাদুরী সাংমা- একজন সংগ্রামী নারী

মাদুরী সাংমা, স্বামী: এজেটিভ মারাক, গ্রাম: মান্দারতলী, পো: ঘোষগাওঁ, উপজেলা: ধোবাউড়া, জেলা: ময়মনসিংহ। ২ মেয়ে ১ ছেলে ও স্বামীকে নিয়ে সংসার। ৫ শতাংশ বসতভিটাই ছিল তাদের একমাত্র অবলম্বন। অত্যান্ত দরিদ্রতার মাঝে কষ্ট করে তাদের সংসার চলে,স্বামী ছিল দিন মুজুর ,ছেলে মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম পর্যায়ে কোন উপায় না পেয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।এমন সময় হঠাৎ করে গ্রামাউস ধোবাউড়া শাখার মাঠকর্মীর সাথে দেখা হয় এবং সমিতির নিয়মকানুন বিষয় ভালোভাবে জেনে নেয় উন্নয়ন মূলক কথা শুনে ২১৪ নং মান্দারতলী মহিলা সমিতিতে ভর্তি হয়। ২০১২ সালের কথা সমিতি ভর্তি হয়ে ৫ সপ্তাহ নিয়মিত সঞ্চয় জমা করে ১ম দফা =২০০০০/ বিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করে কিছু টাকা দিয়ে স্বামীর জন্য স্যানিটেশনের কিছু জিনিস ও মালামাল কিনে দেয় তা দিয়ে রোজগার করেন এবং ছেলে মেয়ে লেখা পড়া চালিয়ে যাওয়া শুরু করে,মাদুরী সাংমা সংসার চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সে বাড়ীর আঙ্গিনায় শাক সবজি চাষ শুরু করে দেয় , ২য় দফা =৩০০০০/ ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কিছু জমি বন্ধক রাখেন। ৩য় দফা =৪০০০০/ চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে স্বামীর কিছুর রোজগারের টাকা মিলিয়ে ৩৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেন । ৪র্থ দফা =৫০০০০/ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২ টি ছোট গরু ক্রয় করেন তা কিছু দিন লালন পালন করেন তা বিক্রি করে কিছু জমি বন্ধক রাখেন । ৫ম দফা =৬০০০০/ ষাট হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করে আরো কিছু জমি ক্রয় করেন। ৬ষ্ট দফা =৭০০০০/ সত্তর হাজার টাকা ও বর্তমানে =৮০০০০/ আশি হাজার টাকা ঋণ চলমান রহিয়াছে, বর্তমানে তার ২০০ শতাংশ নিজস্ব জমি আছে । তার বড় মেয়ে একাদশ শ্রেনী পর্যন্ত লেখা পড়া করে বিয়ে দিয়েছেন, ছোট মেয়ে লেখা পড়া শেষ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নার্স এর চাকুরী করেন ১ ছেলে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে। সে এখন সাবলম্বি তার সংসারে কোন অভাব অনটন নেই । তার পরিবারে স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট ছিল না সে এখন স্বাস্থ্য টয়লেট ব্যবহার করে। তার ৬ টি ছাগল ও ১ টি শুকর হাসঁ মুরগী পালন করছেন পাশাপাশি সে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে তা দিয়ে মাসে মাসে কিছু আয় করেন । আগে তার ভাঙ্গা টিনের ঘর ছিল ,এখন ইট ক্রয় করে বিল্ডিং করার জন্য পরিকল্পনা করছেন । গ্রামাউসের ঋণের মাধ্যমে সকল কিছু করেছেন এবং তার ভাষ্যমতে তার উন্নয়নের জন্য গ্রামাউসের অবদান মনে করেন। সে গ্রামাউসের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাহার সফলতার জীবন চিরস্থায়ী হউক আমার সেই কামনা করি।

সবদুল্লাহর সোনালী দিনের গল্প

ফুলপুর ইউনিয়নের প্রাণকেন্দ্র নগুয়া গ্রাম। গ্রামটি উপজেলা শহর থেকে মাত্র ৩কি.মি দূরত্ব । মানুষের যাতায়াতের জন্য একটি মাত্র পাকা রাস্তা। গ্রামের সাথেই ছোট একটি বাজার। সামান্য প্রয়োজনেই যেতে হয় উপজেলা শহরে। এমনই একটি গ্রামে বসবাস করে মো:সবদুল্লহ (৩৭) পিতা- মো: ফজল হক গ্রাম-নগুয়া ডাকঘর-ফুলপুর উপজেলা-ফুলপুর জেলা-ময়মনসিংহ।

এক ছেলে(১) এক মেয়ের (২) জনক সবদুল্লাহ। অভাবের তাড়নায় খুব একটা লেখাপড়া করার সুযোগ হয় নাই সবদুল্লহার। পিতার সামান্য জমিতে কৃষি কাজে সহায়তা করত সবদুল্লাহ কিন্তু সংসারের অভাব দূর হচ্ছিলনা তার। তাই সংসারের সহায়তার জন্য জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে ফুলপুরের বাসস্ট্যান্ডের একটি লেপ তোষকের দোকানে সামান্য বেতনে চাকরি নেন সবদুল্লাহ। চাকরির বেতন দিয়েও তাদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছিল। এমনই সময় সমৃদ্ধি কর্মসূচির ফিল্ড অফিসারের সাথে পরিচয় হওয়ার পর তার পরামর্শে এবং নিজের একান্ত চেষ্টায় গ্রামের নগুয়া বাজারে লেপ তোষক তৈরীর ব্যবসা শুরু করেন ।

প্রথম অবস্থায় পুজির স্বল্পতার কারনে তা ব্যবসায়ী উদ্যোগটি ছোট পরিসরে শুরু করেন। পরবর্তীতে তার ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য গ্রামাউসের ১ নং নগুয়া বাজার সমিতি থেকে ২৫০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে তার ব্যবসা বড় হতে থাকায় দোকানে তুলা, কাপড়ের জন্য ২য় পর্যায়ে ৫০,০০০/- ঋণ গ্রহণ করেন। ব্যবসা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তার আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে জীবন যাত্রার মানও উন্নয়ন ঘটেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে স্বপ্নের পরিধি আর সামাজিকতা। গ্রামাউস থেকে ৫ম পর্যায়ে ১৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে সবদুল্লাহ তার ব্যবসা আরও বড় করেন। সবদুল্লাহ নগুয়া বাজারের এখন একজন সফল ব্যবসায়ী। বর্তমানে তার সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিকতা মর্যদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তার এই সফলার জন্য গ্রামাউস এর নিকট চির কৃতজ্ঞ এবং গ্রামাউসের দীর্ঘায়ূ কামনা করেন।

স্বাবলম্বী তাছলিমার আত্মকাহিনী

ময়মনসিংহ জেলার,ভালুকা উপজেলার, জামিরদিয়া গ্রামের মেয়ে তাছলিম। নিতান্তই দরিদ্র পরিবারের সন্তান তাছলিমা, লেখাপড়ার সুযোগ তেমন হয়নি। বাবা-মা তাছলিমা কে বিয়ে দিয়ে দেয়। তাহার স্বামীর ঘরে সীমাহীন অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে থাকেন। তাছলিমা ও তার স্বামী আব্দুর রব একজন কৃষক। নিজের ও অন্যের সামান্য কিছু জমিতে কৃষিকাজ করতেন। এতে তাহার সংসরে সবসময় অভাব অনটন লেগেই থাকত। এদিকে তাসলিমার ছেলে মেয়ে দের লেখা পড়ার কোন সুযোগ ছিল না, তাহার স্বাস্থ্যসম্মত কোন লেট্রিন ছিল না তাছলিমা চিন্তা করে কিভাবে তাহার স্বামীর পাশা-পাশি নিজেও উপার্জন করে সংসারের অভাব মোছন করা যায়। ঠিক সেই মহুর্তে তাছলিমা গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) এর ঋণ কার্যকক্রমের কথা জানতে পারেন এবং গ্রামাউসের উন্নয়ন কর্মীর মাধ্যমে জামিরদিয়া পলটির মোড় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন। সমিতির সদস্য হওয়ার পর ১ম দফায় ২০২০ইং সালে=৫০০০০/টাকা ঋণ নিয়ে জামিরদিয়া পল্টির মোড় ছোট একটি মনোহারী ও সাথে চায়ের দোকান দেন এবং স্বামীকে দিয়ে সিজনাল ফলের ব্যবসা যেমন,কাঠাল, আম,আনারস, ইত্যাদির ব্যবসা করার সুযোগ করে দেন। এরপর কয়েক দফা ঋণ গ্রহণ করে তা যথাযথ ব্যবহার করে সঠিক সময়ের মধ্য ঋণ পরিশোধ করেণ। তাছলিমা এখন ৫ম দফায় ঋণ নিয়ে একটি পিকাপ ক্রয় করার জন্য ক্ষুদ্র উদ্দ্যোগ ঋণ হিসাবে=৩,০০,০০০/টাকা ঋণগ্রহণ করেন।

বর্তমানে তাছলিমার ২টি পিকাপ গাড়ী ও একটি মনোহারী দোকান নিয়ে ব্যবসা করে ভাল আয় করছেন। তাছলিমা তার নিজের কর্মদক্ষতা দিয়ে আজ একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখন তাছলিমার ছেলে ও মেয়ে লেখা পড়া করে , তার ঘরে বিভিন্ন আসবাবপত্র করেছেনএবং স্বাস্থ্য সম্মত একটি লেট্রিনও তৈরী করেছেন। তাসলিমা তাহার স্বামী-সন্তান নিয়ে আজ সুখের সংসার করছেন। প্রথম সন্তান ছেলে নিজের গাড়ী চালায় এবং মেয়ে দুই জনকে বিয়ে দিয়েছেন। সে এখন তার মহল্লায় একজন আত্মমর্যাদাশীল নারী হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। তাছলিমা সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে চান, তিনি পুরুষের উপর নির্ভরশীল না থেকে আজ একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। তাছলিমা নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন, তিনি মনে করেন,প্রত্যেক নারী নিজের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সমাজে তাঁদের আত্মমর্যদা প্রতিষ্ঠা করবেন।

ধন্যবাদ